পরকালের প্রস্তুতি

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

পরকালের প্রস্তুতি

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

আহসান পাবলিকেশন
বাংলাবাজার ❖কাঁটাবন ❖মগবাজার
www.ahsanpublication.com

www.nagorikpathagar.org

পরকালের প্রস্তুতি
নূর আয়েশা সিদ্দিকা

ISBN : 978-984-8808-70-2

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন-৭১২৫৬৬০, মোবাইল-০১৭২৮১১২২০০

পরিবেশনায়
আদর্শ লাইব্রেরী, বগুড়া
কুরআন মহল, সিলেট
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী
আল হেলাল লাইব্রেরী, যশোর
আন্দরকিল্লা মসজিদ মার্কেট, চট্টগ্রাম
কাটাবন মসজিদ মার্কেট, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট, ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ, ২০১৭

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Porokaler Prostuti Written by Nur Ayesha Siddiqa Published by Ahsan Publication. Book and Computer Complex 38/3 Banglabazar, Dhaka First Print August 2016, Secend Print March, 2017. Price Tk. 50.00 only

AP-137

www.nagorikpathagar.org

তোহফা

২৭ এপ্রিল ২০১৬ হারিয়ে ফেললাম
প্রিয় বাবার স্নেহের ছোঁয়া চিরতরে
যার নীরব কবরের মাটি আমাকে
প্রতিনিয়ত ডেকে ডেকে বলে–
মা প্রস্তুতি নিচ্ছো কি হিসাবের?
সেই বাবার রূহের জন্য
সদাকায়ে জারিয়া হয় যেন এই বইটি...

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আমাদের জীবন থেকে খুব দ্রুত বরফের মতো করেই সময়গুলো গলে যাচ্ছে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমরা বিন্দু বিন্দু করে এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে। অথচ এই অনিবার্য মৃত্যুকেই আমরা ভুলে থাকি সবচেয়ে বেশী। অবহেলা করি মহান রবের সামনে হিসাব দেবার প্রস্তুতি নিতে।

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ আমার প্রিয় বাবা চলে গেলেন মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে। আব্বার এই হঠাৎ চলে যাওয়া আমার দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা নাফসকে নতুন করে নাড়া দিলো। কি করে ভুলে থাকি আমরা এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে?

হঠাৎ করেই খবর পেলাম আব্বা অসুস্থ। আই.সি.ইউ-তে। বেশ মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। ২/৩টি দিন লেগে গেল সিদ্ধান্ত নিতে। বড় মেয়েটির আই.জি.সি. এস.সি পরীক্ষা। ছোট মেয়ে দু'টোরও ফাইনাল পরীক্ষা কয়েকদিনের মধ্যেই। সব কিছুকে পেছনে ফেলে আমি একাই বাংলাদেশে ছুটে গেলাম।

আমাদের প্রতিদিনের সুখময় জীবন যা নিয়ে রঙিন স্বপ্নে আমাদের সারাটা সময় কেটে যায়। এর পাশাপাশিও যে অন্য এক জগৎ রয়েছে তা যেন মহান প্রভু আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আই.সি.ইউ'র রোগীদের মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটানোর দৃশ্য কি যে অবর্ণনীয় কষ্ট! আর আই.সি.ইউ'র বাইরে রোগীদের স্বজনদের হৃদয় বিদারক কান্না, হাহাকার সব কিছুর মধ্য দিয়ে মাত্র ৭ দিনে যেন এক কঠিন বাস্তবতার কশাঘাতে আমি নতুন এক আমি হয়ে গেলাম। খুব কাছ থেকে আমাকে ছুঁয়ে গেল মৃত্যুর হিমশীতল অনুভব।

আব্বার আই.সি.ইউ-তে নানারকম মেশিনে জড়ানো কঠিন পরিস্থিতি দেখে প্রতিমুহূর্তে মনে হত মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র। প্রিয়জনের কঠিন কষ্টকর মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে শুধুই অশ্রু ঝরাচ্ছি। অথচ একবিন্দু ক্ষমতা নেই তাকে এই অবস্থা থেকে সারিয়ে তোলার। আমার বিবেককে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছি– একটি রোগীর আই.সি.ইউ'র ভাড়া যদি এক রাতে প্রায় ৪০ হাজারের মতো হয়। তবে এত জীবনে কোন মেডিকেল সাপোর্ট ছাড়া সুস্থ রাখলেন যে আল্লাহ আমাকে, তার পথে সারা জীবনে কতদিন আই.সি.ইউ'র সমপরিমাণের অর্থ দান আমি করেছি?

www.nagorikpathagar.org

আব্বার মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে আই.সি.ইউ-তে এক রোগী ভর্তি হলো। তার স্বজনদের চিৎকার আর আহাজারিতে মনে হত যেন আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠতো। পরে জানলাম রোগী সদ্য বিবাহিত এক যুবক। বিয়ে হয়েছে মাত্র ১৪ দিন। ব্রেইন স্ট্রোক করে লাইফ সাপোর্টে আছেন। রোগীর আত্মীয় স্বজন আর্তনাদ করে আকুতি জানাচ্ছে বারংবার– ডাক্তার আপনি অন্তত ১০ পারসেন্ট আশা আছে– আমাদের এই ভরসা দিন। আমরা স্পেশাল প্লেনে করে রোগীকে দেশের বাইরে নিয়ে যাবো। ডাক্তাররা জানালেন ক্লিনিক্যালি আপনাদের রোগী ডেড। আমরা শুধু শুধু মিথ্যা আশ্বাস কেন দেব? যুবকটির আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলে জানলাম নতুন বউটি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে মাত্র। স্বামীর অসুস্থতার কথা শুনে সেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর একটি ক্লিনিকে তাকে রাখা হয়েছে। যুবকের মা হার্টের অসুস্থতার কারণে অন্য এক ক্লিনিকে আছেন বেশ কিছুদিন ধরে। আর শোকাহত বাবাও বাকরুদ্ধ। বাবা-মা ও স্ত্রী কাউকে এখনো শোনানো হয়নি যুবকটির মৃত্যুর প্রকৃত খবর। আহা! এই নতুন দম্পতি কি কখনো ভেবেছিল জীবনের শুরুতেই জীবন এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে? কতইনা সুখ স্বপ্ন ছিলো তাদের নতুন জীবনকে ঘিরে।

আব্বার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হল, যতদিন আব্বা বেঁচে ছিলেন পিঠে ঘা হয়ে যেতে পারে বলে মেডিকেটেড বেড, এটা ওটা কত কিছু দরকার হত। আর আজকে আব্বাকে যখন সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে শুইয়ে দিলাম তখন কিন্তু কিছুই আব্বার সাথে কবরে গেল না। মাটির ঘর, মাটির বিছানা, সবই মাটি। তা হলে সারাটি জীবন যে আমরা পৃথিবীতে শুধু আমার আমার বলে এটা কিনি, ওটা সঞ্চয় করি, কিছুই তো সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। তবে কেন মিথ্যে বালুর প্রাসাদ বানাই আমরা সাগর তীরে। মনে পড়লো, ৮ দিন আগে যখন বাংলাদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম মানসিকভাবে খুব বিধ্বস্ত এক অবস্থায়। আমার বড় মেয়েটি মায়ের ভূমিকা নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি একটি হাত ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র গুছিয়ে দিলো। আমি দেখলাম, ছোট্ট একটি ব্যাগের ৪ ভাগের ২ ভাগই খালি। মেয়ে আমাকে বার বার বললো– আম্মু, দেখ তোমার জরুরি কিছু বাদ পড়লো কি? আমি ব্যাগ খুলে চেক করে বললাম, না মা, সবই ঠিক আছে। আর কিছু লাগবে না। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার প্রায় ১৭/১৮ বছরের সংসারে এত এত জিনিস। কিন্তু আজ আমার জরুরি মুহূর্তে নেবার মত কিছুই প্রয়োজন নেই। তখনই ঘুমন্ত বিবেক নড়ে চড়ে উঠলো। নিজকে প্রশ্ন করলাম– তবে জীবনের এতটি বছর সংসার, এত ব্যস্ততা, এত কাজ, এত জিনিস পত্র

www.nagorikpathagar.org

কেনা... এর বেশির ভাগই কি নিরর্থক করলাম? নিরর্থক সাজালাম? হায়রে! অথচ এ ব্যস্ততার অজুহাতে আল্লাহর কাজে সাড়া দেবার সময়ই পেতাম না।

আব্বার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কত স্মৃতি এসে ভিড় জমালো বুকের ভেতর। আব্বা বলতেন, আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নামে তোমার নাম রেখেছি। আল্লাহ যেন তোমাকে ঈমান, ইলম ও আমলের পূর্ণতায় আয়েশার (রা.) যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কবুল করে নেন। মনে হল, আমার কল্যাণ কামনায় আব্বার দু'আর উৎসটি আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। কান্নায় দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো বারবার। আমার মুচড়ে পড়া অবস্থা দেখে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন– মা'গো কেঁদো না। দু'দিন আগে আর পরে শুধু। মৃত্যু এমন একটি ট্রেন, যার যাত্রী তোমাকে আমাকে সবাইকে একদিন হতে হবে। আমি শোকাহত দৃষ্টিতে তাকালাম। একটু দূরেই আমার দাদী আর পূর্বপুরুষদের নীরব কবরগুলোর দিকে। চারপাশে আকাশ ছোঁয়া উচ্চতায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বাকহীন গাছগুলোকে লাগছিল যেন কালের সাক্ষী হয়ে থাকা নীরব দর্শক। মনে হল, যেন মহান স্রষ্টার কাছে নিজের হিসাবের খতিয়ান নিয়ে পৌঁছে যাওয়া সৃষ্টির সেরা জীবের ভয়ার্ত অবস্থা দেখে সাজদার ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে রয়েছে গাছগুলো। ভাবলাম কবরবাসী আমার এই সব পূর্বপুরুষরাও একদিন আমার মতো মানুষ ছিলেন। স্বজন-পরিজন জীবনকে ঘিরে অনেক সুখ স্বপ্ন তাদের ছিলো। আজ তারা শুধুই গলিত লাশ আর সামান্য কিছু হাড়ে পরিণত হয়েছেন। কেমন আছেন তারা নিসঙ্গ কবরে? আমার মতোই একদিন এখানে দাঁড়িয়ে তারাও হয়তো আপনজন হারানোর ব্যথায় কেঁদেছিলেন। আবার সময়ের পালাবদলে এমন একটি দিন আসবে যখন আমার আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার সন্তানরা আমার বিয়োগ ব্যথায় কাঁদবে। এই তো নিয়ম। মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে বেখেয়াল দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা নাফসকে তখন আমি বললাম– যত দূরেই থাকি না কেন, যত যাই হই না কেন মৃত্যুই যখন জীবনের শেষ কথা তাহলে আজ থেকেই শুরু করি হিসাবের প্রস্তুতি নেয়া। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের বাড়ি আর নয়। আজ থেকে আখেরাতের বাড়ি সাজানোর প্রস্তুতি নেব, ইনশাআল্লাহ।

নূর আয়েশা সিদ্দিকা
জেদ্দা, সৌদি আরব
০৫-০৭-২০১৬

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব ॥ ৯

হিসাব গ্রহণ আল্লাহর নিজস্ব পদ্ধতি ॥ ১০

হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর তাগিদ ॥ ১৯

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী নেককার লোকদের দৃষ্টিতে হিসাব ॥ ২৫

যে সব আমলের হিসাব আমরা প্রতিদিন নিতে পারি ॥ ৩০

(১) আল কুরআন অধ্যয়ন ॥ ৩২

কুরআনের সাথে পথ চলা এক নারী ও তার স্বামীর বদলে যাবার ঘটনা ॥ ৩৭

(২) হাদীস অধ্যয়ন ॥ ৪৩

(৩) ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ॥ ৪৫

(৪) নিয়মিত নামায পড়া ॥ ৪৫

(৫) দাওয়াতী কাজ ॥ ৪৭

(৬) সঙ্গী যোগাযোগ ॥ ৫০

(৭) তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ॥ ৫৩

(৮) দ্বীনি আসরে যোগদান ॥ ৫৩

মহিলাদের দ্বীনি আসরে যোগদানের গুরুত্ব ॥ ৫৪

(ক) আল্লাহর জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্য ॥ ৫৪

(খ) পরিবারে দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ॥ ৫৪

(গ) আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) কাছে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা ॥ ৫৪

(ঘ) নেতা কর্তৃক মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান দান ॥ ৫৪

(ঙ) মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথক দিন ধার্য ॥ ৫৫

(চ) ঈদের নামাযে মহিলাদের যোগদান ॥ ৫৫

(ছ) নারীদের জিহাদের ময়দানে যোগদান ॥ ৫৫

www.nagorikpathagar.org

(জ) প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া ॥ ৫৬

(৯) পারিবারিক বৈঠক ॥ ৫৭

(১০) সমাজ সেবা ॥ ৬০

(১১) আল্লাহর পথে সময় ব্যয় ॥ ৬২

(১২) আত্মপর্যালোচনা ॥ ৬৩

(১৩) আল্লাহর পথে দান ॥ ৬৪

(১৪) নফল ইবাদত ॥ ৬৫

রাসূল (সা.) কিংবা তাঁর সাহাবীরা কি এভাবে হিসাব রাখতেন? ॥ ৬৭

এটা কি বিদ'আত? ॥ ৬৮

এটা কি রিয়া বা লোক দেখানো কাজের অন্তর্ভুক্ত? ॥ ৭০

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত জীবনে হিসাব

পরিবারে যখন একটি নতুন শিশু জন্ম নেয় তখন আমরা তাঁর জন্ম তারিখ, সময় যত্নের সাথে মনে রাখি। স্বাভাবিকভাবে বয়সের কোন পর্যায়ে শিশুটি কখন হাঁটবে, কখন কথা বলবে, কখন স্কুলে যাবে সব কিছুর সময় মত হিসাব রাখি। সময়ের সাথে সাথে শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে কিনা তা মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হই।

আবার এই শিশুটি যখন স্কুলে যায় তখন স্কুলের শিক্ষকরা সারা বছর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখেন সারা বছর তারা কি কি শিখেছে। তারা কি তাদের শিক্ষার মূল্যবান সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে কিনা? তাই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হিসাব সব সময় অভিভাবকদের জানিয়ে দেন। যাতে তারা সন্তানের রেজাল্ট দেখে বুঝতে পারেন তার কোন কোন বিষয়ে দুর্বলতা আছে কিংবা তাকে কোন কোন বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে সে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে।

একজন কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে জমি তৈরি করে। জমিতে বীজ লাগায়। চারা গাছের যত্ন নেয়। এক সময় যখন ফসল পাকে তখন সে ফসল তোলার সময় মেপে দেখে কত মণ ফসল তার জমিতে উৎপন্ন হলো। এভাবে প্রতিবছর ফসল তোলার পর তা পরিমাপের মাধ্যমে কৃষক বুঝতে পারে তার জমিতে আগের বছরের চেয়ে ফসল কম হলো নাকি বেশী হলো। আগের বছরের চেয়ে পরিমাণে কম হলে কৃষক চেষ্টা করে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে। জমিতে প্রয়োজনীয় সার, পানি সেচ ও কীটনাশক দিয়ে পোকার আক্রমণ রোধ, উন্নত জাতের বীজ বপন প্রভৃতির মাধ্যমে আগের বছরের চেয়ে ফসলের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে।

একজন ব্যবসায়ী দিন শেষে তার হিসাব মিলিয়ে দেখেন ব্যবসাতে তার লাভ হলো নাকি ক্ষতি হলো। হিসাব কষে ক্ষতি ধরা পড়লে তিনি চেষ্টা করেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে। আর ভবিষ্যতে যাতে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায় সেজন্য সতর্কতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সফলতার জন্য যদি আমরা বিভিন্ন বিষয়ে এমনি পরিকল্পনা নিয়ে হিসাব কষে চলি তাহলে অনন্তকালীন জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা পাওয়ার জন্য তো আমাদের আমলের হিসাব নেয়ার প্রয়োজন আরো বেশী।

www.nagorikpathagar.org

কেননা যে সন্তানের লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমরা বারবার হিসাব কষি সেই দুনিয়াবী পরীক্ষায় তো সুযোগ আছে একবার ফেল করলে আবার পরীক্ষা দেয়ার। কিন্তু আমাদের দুনিয়ার জীবনের এই পরীক্ষার পর আখেরাতে যে হিসাবের ফলাফল দেয়া হবে তাতে যদি ফেল করি তবে আবার পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ আর নেই।

হিসাব গ্রহণ আল্লাহর নিজস্ব পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং মানুষের প্রতিদিনকার কাজকর্মের হিসাব সংরক্ষণ করছেন। শুধু তাই নয়। বরং তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রতিটি মানুষের কাঁধে দু'জন সম্মানিত লেখক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। যারা ঘুম, বিশ্রামের প্রয়োজনহীন। যাতে পরিপূর্ণভাবে তারা আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব রাখতে পারেন। এ কথা জানিয়ে দিয়ে মহান রব বলেন–

"দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।" (সূরা ক্বফ : ১৮)

"প্রতিটি মানুষের সামনে ও পেছনে তাঁর (আল্লাহর) নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে।" (সূরা রা'দ : ১১)

কতই না লজ্জার ব্যাপার হবে সে দিন যখন মানুষকে তার আমলনামা খুলে দেখানো হবে। সেই অনন্তকালীন জীবনের হিসাবের ব্যাপারে আমরা আজ উদাসীন। অথচ দু'দিনের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে বিন্দু বিন্দু করে নিজের লাভ ক্ষতির হিসাব নিতে আমরা কত বেশী ব্যস্ত থাকি।

এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। আমার বাসায় একটি লোক সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করতো। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত লোকটি প্রতি মাসেই ৩/৪ দিন কাজ করতো না। আমি তখন একদিন আমার হাজব্যান্ডকে বললাম– লোকটি তো প্রতি মাসেই কয়েকদিন করে কাজ করে না। তুমি লোকটিকে পুরো মাসের বেতন দাও, নাকি কিছু টাকা কেটে রাখ? তখন আমার স্বামী আমাকে বললো– দেখ, আমাদের অসিলায় একটি মানুষের সামান্য রিযিকের ব্যবস্থা হয়েছে– এটি তো আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করার কথা। আর তাছাড়া আমি জানি লোকটি যে প্রতি মাসেই কিছুদিন কাজে আসে না। কিন্তু বেতনের টাকাটা কেটে রাখা আমি পছন্দ করি না। কেননা আমার মনে হয় আজকের দুনিয়াতে আমি যদি একজন মানুষের হিসাবের ব্যাপারে কঠোরতা না করে তাকে

www.nagorikpathagar.org

তার পাওনার চেয়ে একটু বেশি দিতে পারি তাহলে কাল কেয়ামতে আল্লাহ যখন আমার আমলের হিসাব নেবেন হতে পারে তিনিও আমার হিসাবের ব্যাপারে আমার প্রতি কোমল হবেন।

কথার গুরুত্ব বুঝাতে একই ধরনের বাণী আল্লাহ আবারো ব্যবহার করে বলেন– "অথচ তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে। এমন সব সম্মানিত লেখক, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জানে।" (সূরা ইনফিতর : ১০-১১)

আবার এই ফেরেশতারা কি পরিমাণ লিখছেন তার বিশালতা বুঝাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

"অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

আল্লাহ আরো বলেন–

"আমলনামা তোমাদের সামনে রেখে দেয়া হবে। তোমরা তখন দেখতে পাবে, অপরাধীরা তাদের আমলনামায় লেখা সব বিষয় সম্পর্কে ভয় পাচ্ছে এবং বলছে, হায়রে আমাদের মন্দ কপাল! এটা কেমন কিতাব যে আমাদের ছোট বড় এমন কোন কাজ নেই, যা এ কিতাবে লেখা হয়নি। যা কিছু তারা করেছে সবই তাদের সামনে হাজির পাবে এবং আপনার রব কারো উপর সামান্য যুলুমও করবেন না।" (সূরা কাহাফ : ৪৯)

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন–

"নিশ্চয়ই আমি একদিন মৃতকে জীবিত করবো এবং যা কিছু কাজ তারা করেছে তা আমি লিখে রাখছি। আর যেসব কাজের ছাপ পেছনে রেখে গেছে তাও (আমি লিখে রাখছি)। প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে রাখছি।" (সূরা ইয়াসীন : ১২)

আল্লাহ আরো বলেন,

"তারা কি মনে করে যে, আমি এদের গোপন কথা ও কানাঘুষা শুনতে পাই না। আমি অবশ্যই সব কিছু শুনতে পাই। আর আমার ফেরেশতারা তাদের কাছেই আছে এবং সব কিছু লিখে রাখছে।" (সূরা যুখরুফ : ৮০)

"আর অবশ্যই তোমাদের সব আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা নাহল : ৯৩)

দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষার পাস ফেলের হিসাব ঘুষ দিয়ে বদলে ফেলা যায়। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

কাল কেয়ামতের আমলনামায় এ ধরনের লুকোচুরির সুযোগ নেই। তাই সময় থাকতে হিসাবের প্রস্তুতি নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মহান আল্লাহ বলেন–

"আসমান এবং জমিনের যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ অবশ্যই এর হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।" (সূরা বাকারা : ২৮৪)

আবার বলা হয়েছে– "অথচ তোমরা যা গোপন কর তাও তিনি জানেন, আর যা প্রকাশ কর তাও জানেন।" (সূরা নাহল : ১৯)

"তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা (দুনিয়ায়) যা কিছু করছিলে তা তোমাদের জানিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা মায়েদা : ১০৫)

আল্লাহ বান্দাকে তার মূল্যবান সময়কে কাজে লাগানোর ইঙ্গিত করে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে– "নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৯)

আবার অন্য সূরায় আল্লাহ বলেন–

"হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা : ৬)

কথার গুরুত্ব বুঝাতে একই ধরনের কথা বলেছেন আরো অনেক সূরাতেও।

"আল্লাহর আইন অমান্য করাকে ভয় কর। (জেনে রাখ) হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি লাগে না।" (সূরা মায়েদা : ৪)

"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।" (সূরা নিসা : ৮৬)

"আর যে আল্লাহর আদেশ ও হেদায়াত মেনে চলতে অস্বীকার করে তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি লাগে না।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

"সাবধান! ফায়সালা করার পুরো ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।" (সূরা আন'আম : ৬২)

"অবশ্যই (নেককার নারী ও পুরুষ) তার সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুযায়ী বদলা দেবো।" (সূরা নাহল : ৯৭)

"নিশ্চয়ই হিসাব নিতে আল্লাহর দেরি হয় না।" (সূরা ইবরাহীম : ৫১)

www.nagorikpathagar.org

"আর হিসাব নেয়ার জন্য তো একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব : ৩৯)

"আর হিসাব নিতে তাঁর (আল্লাহর) দেরি লাগে না।" (সূরা রা'দ : ৪১)

"(তখন বলা হবে) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে কামাই করেছে এর বদলা দেয়া হবে। আজ কারো উপর কোন যুলুম করা হবে না। আল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।" (সূরা মু'মিন : ১৭)

"আর যারা (রবের ডাকে) সাড়া দেয়নি তারা যদি দুনিয়ার সব ধন দৌলতের মালিক হয় এবং এ পরিমাণ আরো পায়, তা হলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সবই ফিদইয়া (বিনিময়) হিসেবে দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এরা ঐ সব লোক, যাদের কাছ থেকে অত্যন্ত কড়াভাবে হিসাব নেয়া হবে।" (সূরা রা'দ : ১৮)

আল্লাহ এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, "কত জনবসতি এমন ছিল, যারা তাদের রব এবং তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।" (সূরা তালাক : ৮)

দুনিয়ার জীবনে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়ার আগে যখন জানতে পারে এই বছর পরীক্ষার উত্তরপত্র খুব কঠিনভাবে মার্কিং করা হবে। সব কিছুই চুলচেরা যাচাই করা হবে। তখন সেই পরীক্ষার্থী চেষ্টা করবে স্কুলের ক্লাসের বাইরে আবার একাধিক টিউশনি নিয়ে, ঘুম, বিশ্রামের সময় কমিয়ে দিয়ে অনেক বেশী কষ্ট করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে যাতে পরীক্ষায় সে কোন কিছুতেই কম নম্বর না পায়। তার অভিভাবকদেরও পেরেশানির শেষ থাকবে না। কিভাবে সন্তানকে ভালো রেজাল্টের উপযোগী করে তোলা যায়।

একবার একটি পরিবারকে দেখেছি, সন্তান যাতে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে সেজন্য বাবা সারাদিনের নির্ধারিত চাকুরির পর আবার নাইট ডিউটি শুরু করেছিলেন বাড়তি বেতনের জন্য। যাতে সন্তানকে অতিরিক্ত টিউশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সময়মত টিউশনিতে পৌঁছে দিতে অফিসের পর বাসায় না ঢুকে বাসার নিচ থেকে সন্তানকে নিয়ে টিউটরের বাসার দিকে ছুটতেন। এরপর সন্তান টিউশনে থাকা অবস্থায় তিনি গাড়িতে বসেই ঝিমিয়ে বিশ্রাম সেরে নিতেন। ছেলের এই টিউশন শেষ হলে তিনি সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে সন্তানকে নিয়ে ছুটে যেতেন অন্য আর এক শিক্ষকের বাসায়। সেই ঝড়ো কাকের মত বাবার ক্লান্ত মুখের ছবি এখনো আমার স্মৃতিতে ভাসে। আবার সন্তান যখন বাসায় ফিরে তখন স্নেহময়ী মা সন্তানের সাথে রাত জেগে তার পড়ালেখার সময়

www.nagorikpathagar.org

তাকে সঙ্গ দিতেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটি পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য যদি আমাদের ব্যস্ততা এতই হয় তবে বিবেককে প্রশ্ন করি– সন্তানের পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত সেই আমি নিজের পরকালীন পরীক্ষার ভালো রেজাল্টের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি কতটুকু?

বরং অনেক সময় দেখা যায় স্নেহময় সন্তানের সাফল্যময় জীবনের জন্য সময় দিতে গিয়ে আমরা নিজেরা সময়মতো নামায পড়ার কথাই ভুলে যাই। আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেউ দ্বীনি বৈঠকে ডাকলে আমরা বলি– বাচ্চার পরীক্ষা তো, ব্যস্ত আছি। সন্তানকে ভবিষ্যতে নামি দামি শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি করানোর জন্য বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ব্যাংকে টাকা জমিয়ে রাখি। হাজার হাজার টাকা তার টিউশনের পেছনে খরচ করি। প্রয়োজনে হারাম পথে উপার্জনও করি। কিন্তু কেউ আল্লাহর পথে দানের জন্য কিছু চাইলে বলি– সারা বছরই চাইতে থাকে। আর কত দেব? আবার নিজের সেই প্রিয় সন্তানকেও শিক্ষা দেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে সময়ের অপচয়। তার চেয়ে সে সময় পড়ালেখার পেছনে খরচ করলে জীবনের উন্নতি হবে। রোযা রেখে সারাদিন ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে গেলে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। তার চেয়ে এ বছর রোযা না রাখলে তেমন কি ক্ষতি হবে? নামায, রোযা রাখার সময় জীবনে আরো অনেক আসবে... ইত্যাদি। কিন্তু আমি কি সত্যিই বলতে পারবো আমার এই সন্তানের বেঁচে থাকার সময়সীমা আর কয় ঘন্টা নাকি কয়দিন। নিজের অপূর্ণ সেই নামায, রোযা পূর্ণ করার সময় তার জীবনে আদৌ আসবে কি?

এভাবে আমরা নিজের পরকালীন সঞ্চয়ের হিসাব নিতে যেমনি বেখেয়াল, তেমনি সন্তানকেও ভুল পথে পরিচালিত করে তার আখেরাতকে বরবাদ করে দিই। অনেক সময় আমাদের এই ভুলের হিসাব আল্লাহ দুনিয়াতেও বুঝিয়ে দেন। একবার আমার এক পরিচিতার কাছে শুনেছিলাম– এক দম্পতি চাইলেন তাদের একমাত্র মেয়েকে আমেরিকার মতো উন্নত দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। সুতরাং সব কিছু দেশে ফেলে পাড়ি জমালেন স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। বাবা মায়ের স্বপ্নের পথ ধরে মেয়েও দিনের পর দিন শিক্ষায় উন্নতি করতে লাগলো। বাবা মায়ের আনন্দ ধরে না। সেই কৃষকের মত স্বপ্নে বিভোর যে বছর শেষে গোলায় সোনালি ফসলের স্বপ্ন দেখে সারা বছর। কিন্তু কে জানতো তার সেই ফসল আল্লাহ ভুসিতে পরিণত করে দিতে পারেন নিমিষেই। বেশ কয়েক বছর যাওয়ার পর মেয়েটি আমেরিকার সংস্কৃতিতে এমনভাবে ডুবে গেল যার কারণে মুসলিম বাবা মায়ের সন্তান হয়েও বয়ফ্রেন্ড নিয়ে রাত বিরাতে

www.nagorikpathagar.org

বাসায় ফিরতে তার লজ্জা হলো না। বাবা মা আড়ালে আবডালে বুঝান। এমনকি একটি সময় শারীরিক শাসনও করলেন। তখন আমেরিকার উদার সংস্কৃতির কারণে বাবা মাকে উল্টো আইনের কাছে নাজেহাল হতে হলো। এখানেই শেষ নয়। এর কিছু দিন পর মেয়েটি এতটাই অবাধ্য হয়ে উঠলো যে বাবা মায়ের ফ্ল্যাট ছেড়ে সেই বাসার উল্টো দিকে বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাট নিলো। আমার সেই পরিচিতার কাছে শুনেছিলাম লজ্জায় অপমানে আক্ষেপ করে সেদিন সেই অভিভাবক বলেছিলেন– এমন যদি হবে আগে জানতাম তবে আঁতুড় ঘরেই এই মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম।

কিন্তু আঁতুড় ঘরে সন্তানকে গলা টিপে যাতে মারতে না হয় কিংবা মরুভূমির বালির নীচে যেন পুঁতে ফেলতে না হয় সেজন্য আজ থেকে পনের শত বছর আগে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছেন। সময় থাকতে হিসাব করে কাদামাটির মত সন্তানকে ইচ্ছেমতো আকার দেবার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নিজেদের বেহিসাবী জীবনে চলার পথে সন্তানকেও হিসাবের জ্ঞান দিতে ভুল করি। তাইতো এসব বিপর্যয়গুলো আমাদের জীবনে নেমে আসে।

মহান আল্লাহ দুনিয়ার মোহে গাফেল হয়ে যাওয়া নাফসকে কুরআনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন– "যারা কুফরি করেছে তাদের আমলের উপমা এ রকম, যেমন শুকনো মরুভূমিতে মরীচিকা। পিপাসায় কাতর লোক ওটাকেই পানি মনে করেছিল। কিন্তু যখন সে সেখানে পৌছালো, তখন সেখানে কিছুই পেল না। বরং সেখানে সে আল্লাহকেই তার সামনে পেল। যিনি তার হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন। আর হিসাব করতে আল্লাহর দেরি হয় না।" (সূরা নূর : ৩৯)

তাই মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেন–

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক।" (সূরা হাশর : ১৮)

"সে দিনটি এমন, যখন সব মানুষের সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না।" (সূরা মু'মিন : ১৬)

তিনি আবারো বলেন, "তোমাদের মতো অনেককেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন তাই উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি? এরা যা কিছু করেছে তা সবই খাতায় লেখা আছে। আর ছোট-বড় প্রতিটি কথাই লেখা আছে।" (সূরা কামার : ৫১)

www.nagorikpathagar.org

"(আরও বলা হবে) এটাই আমাদের তৈরি করানো আমলনামা। যা তোমাদের ব্যাপারে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যা কিছুই করতে আমি তা-ই লিখিয়ে রাখতাম।" (সূরা জাসিয়াহ : ২৯)

রাসূলকেও তাঁর কাজ জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন–

"অতএব আপনার দায়িত্ব হল, (দাওয়াত) পৌঁছানোর এবং আমার কাজ হল, হিসাব নেবার।" (সূরা রা'দ : ৪০)

"এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব।" (সূরা গাশিয়াহ : ২৫-২৬)

আল্লাহ আরো বলেন–

"এর আগে আমি মূসা ও হারুনকে ফুরকান, আলো ও যিকর দান করেছি ঐসব মুত্তাকীদের জন্য, যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসাবের) ঐ সময়ের ভয়ে ভীত।" (সূরা আম্বিয়া : ৪৮-৪৯)

যারা নিজের হিসাবের ব্যাপারে দুনিয়ার জীবনে সতর্ক ছিলো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"তখন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, দেখ, দেখ, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি মনে করতাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই আমাকে পেতে হবে।" (সূরা হাক্কাহ : ১৯-২০)

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায়! আমার আমলনামা যদি দেয়াই না হতো। আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম।" (সূরা হাক্কাহ : ২৫-২৬)

আখেরাতের প্রস্তুতির ব্যাপারে উদাসীন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

"ওরা কোন হিসাব দিতে হবে বলে মনে করতো না।" (সূরা নাবা : ২৭)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

"পক্ষান্তরে যে নিজের রবের সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখতো ও নাফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" (সূরা নাযিআত : ৪০-৪১)

কাল কেয়ামতে আল্লাহ মানুষকে তার আমলানামা দেখিয়ে বলবেন–

"আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪)

তাই আল্লাহ মানুষকে সচেতন করে দিয়ে বলছেন–

www.nagorikpathagar.org

"লোকদের হিসাব নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ এখনো তারা গাফলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।" (সূরা আম্বিয়া : ১)

নূহ (আ.) বলেছিলেন–

"তাদের হিসাব নেবার দায়িত্ব তো আমার রবের। হায়, যদি তোমাদের চেতনা থাকতো।" (সূরা শোয়ারা : ১১৩)

"তোমরা নিজেদের জন্য ভাল কাজ যা কিছু আগে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে ঠিকমতো পাবে।" (সূরা মুযযামমিল : ২০)

আল্লাহ বলেন– "নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনটিকে ভুলে গেছে।" (সূরা সোয়াদ : ২৬)

"কিন্তু তাদের কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাদেরকে ঐদিন একত্র করবো? যে দিনটি আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ঐদিন প্রতিটি মানুষকে তার কামাই এর পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান : ২৫)

যেদিন তোমাদের উঠানো হবে, সেদিন তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না।" (সূরা হাক্কাহ : ১৮)

নিজেদের খারাপ আমলনামা দেখে কাল কেয়ামতে মানুষ আফসোস করে বলবে–

"কিংবা আযাব দেখে বলবে, আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হতো তা হলে আমিও নেক আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।" (সূরা যুমার : ৫৮)

অথবা দুনিয়ায় আমলের হিসাব ভুলে থাকা ব্যক্তি বলবে– মৃত্যুর সময় সে বলে, "হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না। তা হলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।" (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

"যখন ওদের কারো মৃত্যু আসে তখন সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাও। যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি এর আগে কখনো করিনি। না, এ হবার নয়। এ তো একটি কথার কথা। ওদের সামনে পুনরুত্থান (আবার উঠানোর দিন) দিন পর্যন্ত পর্দা থাকবে।" (সূরা মু'মিনুন : ৯৯-১০০)

"মানুষ সেদিন (আযাবের ভয়ে) চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের কর। আমরা নেক আমল করবো। আগে যে রকম আমল করেছিলাম সে রকম নয়।" (সূরা ফাতির : ৩৭)

www.nagorikpathagar.org

একই ধরনের ইঙ্গিত অন্য সূরাতেও করা হয়েছে- "হায়! তুমি যদি ঐ সময় দেখ, যখন অপরাধীরা মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) হে আমাদের রব! আমরা খুব দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন (দুনিয়ায়)। আমরা নেক আমল করবো। এখন আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।" (সূরা সাজদা : ১২)

"হায়! আমাদের যদি আরেকবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলতো তাহলে আমরা মু'মিন হয়ে যেতাম।" (সূরা শোয়ারা : ১০২)

"সে (তখন) বলবে, হায়! যদি আমি আমার এ জীবনের (আখেরাতের) জন্য আগে কিছু ব্যবস্থা করতাম।" (সূরা ফাজর : ২৪)

তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন, " আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল।" (সূরা ফাতির : ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা নাহল : ৯৩)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের (ভালো মন্দ) কৃতকর্মের ঝাঁপি নিয়ে এগিয়ে চলছো তোমাদের মালিকের দিকে। এ এক অনিবার্য পথ চলা। অবশেষে অবশ্য তোমরা উপস্থিত হবে তাঁর সম্মুখে।" (সূরা ইনশিকাক : ৬)

"তোমরা (প্রভুর সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হবার পর) যার কৃতকর্মের রেকর্ড (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার কাছ থেকে একটা সহজ-হালকা হিসাব নেয়া হবে। (সফলতা অর্জনের ঘোষণা পেয়েই) সে বুক ভরা আনন্দ নিয়ে ছুটে যাবে তার পরিবার পরিজনের কাছে। কিন্তু যার কৃতকর্মের রেকর্ড পেছন দিক থেকে প্রদান করা হবে তার বাম হাতে, সে তো কেবল মৃত্যুকে ডাকবে আর জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। (তার এ ধ্বংসকর পরিণতির কারণ হলো) সে পার্থিব জীবনে পরিবারের লোকদের মধ্যে ভোগ বিলাস আর আনন্দ উল্লাসে ডুবেছিল। সে ভেবেছিল, কখনো (তার প্রভুর কাছে) ফিরে আসতে হবে না। হ্যাঁ, তার প্রভু তো তাকে দৃষ্টির মধ্যেই রাখছিলেন।" (সূরা ইনশিকাক : ৭-১৫)

"তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, ঐ দিনটি আসার আগেই, যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন উপায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। ঐ দিন তোমাদের জন্য আশ্রয়ের কোন জায়গা থাকবে না এবং এমন কেউ থাকবে না, যে তোমাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করবে।" (সূরা শূরা : ৪৭)

www.nagorikpathagar.org

উপরোল্লিখিত একাধিক আয়াতের দলিল প্রমাণ থেকে আমরা বুঝতে পারি–

(১) ব্যক্তিগত আমলনামার হিসাব বা রিপোর্ট রাখার পদ্ধতি আল্লাহর নিজস্ব দেখানো পদ্ধতি।

(২) আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার জীবনের আমলনামা লেখার জন্য রীতিমতো দুই জন লেখক নিযুক্ত করে দিয়েছেন সবার কাঁধে।

(৩) আমাদের গোপন-প্রকাশ্য, বড়-ছোট, বিন্দু বিন্দু কোন কাজই সেই লেখকদের লেখনী হতে বাদ পড়ে না।

(৪) আল্লাহ আল কুরআনের একাধিক জায়গায় নিজের পরিচয় দিয়েছেন "হিসাব গ্রহণকারী" বলে।

(৫) আবার আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী বলে নিজের উল্লেখ করে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন– যাতে তারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের হিসাবের কথাটি ভুলে নেক আমল করা থেকে গাফেল হয়ে না পড়ে।

(৬) মানুষকে আল্লাহর অনুকরণে নিজের হিসাব নিতে তাগিদ দিয়েছেন। আর তিনি দুনিয়ার মোহে ডুবে না যেতে সাবধান করেছেন একাধিক বার।

(৭) যে দিন (কেয়ামতে) চূড়ান্ত হিসাব বা রিপোর্ট আল্লাহ আমাদের সামনে প্রকাশ করবেন সেদিন যারা দুনিয়ায় হিসাবের ব্যাপারে সচেতন ছিল না তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ সাবধান করেছেন।

হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর তাগিদ

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নাফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরপারের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল ঐ ব্যক্তি যে নিজের নাফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছেও আশা- আকাঙ্ক্ষা রাখে।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৬২)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "সেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে।" (ইবনে মাজাহ/মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড পৃ-৫৪০)

আবু বারযা কাদালা ইবনে ওবায়েদ আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে; (১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? (২) তার জ্ঞান কিভাবে কাজে

www.nagorikpathagar.org

লাগিয়েছে? (৩) তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে? (৪) তার সম্পদ কিসে খরচ করেছে? (৫) তার যৌবনকাল কোন কাজে লাগিয়েছে?" (তিরমিযী শরীফ-২৪২০)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন, "৫টি বিষয়ের আগে ৫টি বিষয়কে (সময় থাকতে) গুরুত্ব প্রদান কর– (১) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের, (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতাকে, (৩) দারিদ্র্যতা আসার আগে সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ত হওয়ার আগে অবসর সময়কে, (৫) আর মৃত্যু আসার আগে জীবনকে।" (আল মুসতাদরাক-৪র্থ খণ্ড, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা-৭ম খণ্ড, তিরমিযী, মিশকাত শরীফ-৪৮২৫)

রাসূল (সা.) বলেন, "ফেরেশতাগণ বলেন, পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছ? আর মানুষেরা বলে সে কি রেখে গেছে।" (বায়হাকী, আবু হুরায়রা রা.)

তিনি আরো বলেন, হেদায়াতের আলো যার মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে চিনার উপায় হল : "(১) প্রতারণার ঘর (দুনিয়ার ঘর) থেকে দূরে সরে থাকা, (২) চিরস্থায়ী ঘর, (আখেরাতের ঘর) এর প্রতি ঝুঁকে পড়া। (৩) মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। (বায়হাকী, ইবনে মাসউদ (রা.)/মিশকাত শরীফ-৪৮৭৮)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমল কর ও আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এ কথাটি ভালোভাবে জেনে রাখ তোমাদের কৃতকর্মসহ আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তার ফল পাবে।" (মিশকাত শরীফ-৪৮৬৬)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "হিসাব নিকাশের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা কাঁদতে বেশী, হাসতে কম।" (বুখারী শরীফ-৬০৩৮/তিরমিযী শরীফ-২৩১৬)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যাকেই হিসাব জিজ্ঞেস করা হবে, তাকেই শাস্তি প্রদান করা হবে। আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি দ্রুত অতি সহজ হিসাব নেয়া হবে' এ কথা বলেননি? রাসূল (সা.) বললেন, তা তো কেবল নামেমাত্র পেশ করা।" (বুখারী শরীফ-৬০৮৯)

www.nagorikpathagar.org

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন যার হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে, তার ধ্বংস সুনিশ্চিত। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি যে, "অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজতর হবে।" রাসূল (সা.) বললেন, তা তো হিসাব নয়। তা হচ্ছে (স্বীকৃতি আদায়ের জন্য) আমলনামা পেশ করা মাত্র।" কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে আযাব তার জন্য সুনিশ্চিত।" (বুখারী শরীফ-৬০৯০/মুসলিম শরীফ-৭০১৯)

রাসূল (সা.) আরো বলেন, "জাহান্নামের ন্যায় ভয়ঙ্কর কোন জিনিস আমি কখনো দেখিনি যা থেকে পলায়নকারী ঘুমিয়ে আছে। আর জান্নাতের মত আনন্দদায়ক কোন জিনিস দেখিনি যার অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে রয়েছে।" (তিরমিযী, আবু হুরায়রা রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের মত জীবন কাটাও। ইবনে ওমর প্রায়শঃ বলতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না। সুস্থতা থেকে অসুস্থ অবস্থার জন্য এবং জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু নিয়ে নাও।" (বুখারী শরীফ-৫৯৭১)

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদ অপেক্ষা ওয়ারিসের সম্পদকে বেশী ভালবাসে? সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, নিজের সম্পদ থেকে ওয়ারিসের সম্পদ বেশী ভালোবাসে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে খরচ করে) অগ্রিম পাঠায় তাই তার নিজের সম্পদ। আর যা সে পেছনে রেখে যায় তাই তার ওয়ারিসের সম্পদ।" (বুখারী শরীফ-৫৯৯৫)

আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "ক্ষণস্থায়ী জগতের মুকাবেলায় স্থায়ী ও অক্ষয় পরকালকেই গ্রহণ কর।" (আহমাদ/বায়হাকী/হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড পৃ.৭৭-বিষয় নশ্বর দুনিয়া-অবিনশ্বর পরকাল)

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "৩টি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে কবর পর্যন্ত যাত্রা করে। ২টি বস্তু ফিরে আসে। আর ১টি তার সাথে থেকে যায়। সাথী ৩টি জিনিস হল- (১) আত্মীয়-স্বজন, (২) ধন-সম্পদ, (৩) তার আমল। তবে আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। আর সঙ্গে যায় কেবল আমল বা কাজ-কর্ম।" (বুখারী শরীফ-৬০৬৭/তিরমিযী শরীফ-২৩৮২/মুসলিম শরীফ-৭২০৮)

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। প্রতিদিনই কবর নিজের ভাষায় এই কথা বলতে থাকে– (১) আমি অপরিচিত একটি ঘর। (২) আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর। (৩) আমি মাটির ঘর। (৪) আমি পোকা মাকড়ের ঘর।" (তিরমিযী শরীফ- ২৪৬৩/আবু সাঈদ রা.)

রাসূল (সা.) আবু যর গিফারীকে বলেন, "হে আবু যর! জাহাজটিকে নতুন করে গড়ে নাও। কেননা সাগরটি বড়ই গভীর। যথেষ্ট পরিমাণে পাথেয় সাথে নাও, কেননা সফর খুবই দূরের। নিজের বোঝা হালকা করে নাও, কেননা ঘাঁটিটি খুবই কঠিন। নিজের আমল খালেস করে নাও, কেননা পরখকারীর দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ।" (হাদীস/আল মুনাব্বিহাত ইবন হাজার আসকালানী নং-৪.১)

রাসূল (সা.) বলেন, "শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন তারা ৫টি জিনিস পছন্দ করবে এবং ৫টি জিনিস ভুলে যাবে। (১) তারা দুনিয়াকে পছন্দ করবে এবং আখেরাতকে ভুলে যাবে। (২) তারা জীবনকে পছন্দ করবে কিন্তু মৃত্যুকে ভুলে যাবে। (৩) তারা দুনিয়ার ঘরবাড়ি পছন্দ করবে এবং কবরকে ভুলে যাবে। (৪) তারা সম্পদ পছন্দ করবে কিন্তু (আখেরাতের) হিসাবকে ভুলে যাবে। (৫) তারা পরিবারের লোকদের ভালবাসবে কিন্তু জান্নাতের হুরকে ভুলে যাবে। এসব লোক আমার প্রতি উদাসীন। আর আমিও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।" (হাদীস/আল মুনাব্বিহাত ইবন হাজার আসকালানী নং-৫.২৮)

রাসূল (সা.) বলেন, "দুনিয়া তারই বাড়ি যার কোন বাড়ি নেই। এটা তারই ধন যার ধন নেই। এর জন্য সেই সঞ্চয় করে যার বুদ্ধি নেই। এর ভোগ-বিলাসে সেই মত্ত যার বোধ-শক্তি নেই। এর পেছনে সে-ই দৌড়ে যার জ্ঞান নেই। এর কারণে সেই হিংসা করে যার বুদ্ধি নেই। এর জন্য সেই পরিশ্রম করে যার বিশ্বাস নেই।" (মিশকাত শরীফ-৪৮৬২/আল মুনাব্বিহাত ইবন হাজার আসকালানী নং-৭.৬)

আল্লাহর হিসাব লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রভু (আল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রভু (আল্লাহ) বলেন : "আল্লাহ নেক ও বদ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর সেগুলো বর্ণনা করেছেন। কোন ব্যক্তি যখন একটি নেক আমলের কথা চিন্তা করলো অথচ তখনো আমল করেনি, আল্লাহ এ সময় সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকী লিখে রাখেন। কিন্তু যখন সে একটি নেক আমলের চিন্তা করলো এবং তা আমলও

www.nagorikpathagar.org

করলো তখন আল্লাহ এ ব্যক্তির জন্য নিজের কাছে ১০ থেকে ৭০০ এবং ৭০০ থেকে অসংখ্য গুন নেকী লিখে রাখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি বদ আমলের কথা চিন্তা করেছে কিন্তু তা আমল করেনি, তার জন্য তিনি নিজের কাছে একটি পূর্ণ নেকী লিখে রাখেন। আর যখন সে একটি বদ আমলের কথা চিন্তা করলো এবং সে অনুযায়ী আমলও করলো, তখন তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখে রাখেন।" (সূত্র ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীর 'কিতাবুর রিকাক' এ সংকলন করেছেন। হাদীস নং-৬০৪৪)

আ'দী ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব অচিরেই কথা বলবেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডানে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো আমলের হিসাব ছাড়া কিছুই দেখবে না। আবার বামে তাকিয়েও আমলের হিসাব ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আর সামনে তাকিয়ে দোযখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।" (তিরমিযী শরীফ-২৪১৮/রিয়াদুস সালেহীন হাদীস নং-৪০৫)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) একদা এই আয়াত পাঠ করলেন, "সেদিন তা (জমিন) তার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে।" (সূরা যিলযাল : ৪) অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো সেদিন জমিন কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, জমিন যে অবস্থা বর্ণনা করবে তা হল এই যে, তার ওপরে নর-নারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, তুমি এই দিনে এই এই কাজ করেছো।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৩২/রিয়াদুস সালেহীন-হাদীস নং-৪০৮)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি (শেষরাতে শত্রুর লুটতরাজকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয় এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো জান্নাত।" (তিরমিযী শরীফ-৪১০)

মুহাম্মদ ইবন মূসা বাসরী (র.) ...আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয় তখন তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে মিনতি প্রকাশ করে এবং বলে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমরা তো তোমার অসিলায় আছি। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর তুমি বাঁকা পথে চললে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো।" (তিরমিযী শরীফ-২৪১০)

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আযদী বাসরীর... আসমা বিনত উমাইস খাছ আমিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি– কত খারাপ সেই বান্দা যে নিজকে বড় মনে করে আর গর্ব করে। অথচ মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। কতইনা খারাপ সেই বান্দা যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং সীমালঙ্ঘন করে। অথচ পরাক্রমশালী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কতই না নিকৃষ্ট সেই বান্দা যে সত্যবিমুখ হয় এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় অথচ কবর ও হাড় মাটিতে মিশে যাওয়াকে ভুলে যায়। কতইনা খারাপ সেই বান্দা যে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের কৌশল অবলম্বন করে। কতইনা খারাপ সেই বান্দা যে সন্দেহজনক বিষয়ের উপর আমল করে, দ্বীনের বিষয়ে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কতইনা নিকৃষ্ট সেই বান্দা যাকে লালসা পরিচালনা করে। কতইনা খারাপ সেই বান্দা যাকে নাফস পথভ্রষ্ট করে। কতই খারাপ সেই বান্দা যাকে বস্তুর আকর্ষণ লাঞ্ছিত করে।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৫১)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "কেয়ামতের দিন মানুষকে ভেড়ার বাচ্চার মতো অসহায় অবস্থায় আল্লাহর সামনে আনা হবে। তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন– তোমাকে তো জীবন-স্বাস্থ্য ও সুখ দিয়েছিলাম। তোমাকে তো চাকর-নফর, ধন-দৌলত দিয়েছিলাম। আরো বহু নেয়ামত দিয়েছিলাম। কি আমল করে এসেছো তুমি? সে বলবে– সেই সব সঞ্চয় করেছি, বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী করে রেখে এসেছি। আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত যেতে দিন। সেই সব কিছুই আপনার সামনে নিয়ে আসবো। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আগে কি নিয়ে এসেছো তা আমাকে দেখাও। সে বলবে– হে রব! আমি তো সব (দুনিয়ার জন্য) সঞ্চয় করেছি, তা বাড়িয়েছি এবং যা ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী (দুনিয়ায়) রেখে এসেছি। আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত যেতে দিন। সবকিছু আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

এরপর বান্দার অবস্থা যখন এই হবে যে, সে কোন নেক আমল আগে পাঠায়নি তখন জাহান্নামেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৩০)

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ যুহরী বাসরী (র.)... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "কেয়ামতের দিন এক বান্দাকে আনা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমাকে কি আমি চোখ, কান দিইনি, ধন-দৌলত সন্তান-সন্ততি দিইনি, পশু, সম্পদ ও শস্য সামগ্রী তোমার করতলগত করিনি? তোমাকে তো নেতৃত্ব দেয়ার কারণে লোকদের সম্পদের এক চতুর্থাংশ ভোগ করতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুমি কি ধারণা করতে যে, আজকের এই দিনে

www.nagorikpathagar.org

আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে? সে বলবে, না। আল্লাহ তখন বলবেন, আজ তোমাকে আমি ভুলে গেলাম। যেভাবে আমাকে তুমি দুনিয়ায় ভুলে গিয়েছিলে।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৩১)

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী নেককার লোকদের দৃষ্টিতে হিসাব

ওমর (রা.) বলতেন, "তোমরা নিজেদের হিসাব নাও, হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। (কেয়ামতের দিনে) মহা উপস্থাপনের জন্য নিজকে সাজিয়ে নাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতেই নিজের হিসাব নিজে নেবে সেই ব্যক্তির হিসাব (কেয়ামতের দিনে) হালকা হবে।" (তিরমিযী শরীফ-২৪৬২ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে)

আল্লাহর কাছে হিসাব দেয়ার আগেই আমাদেরকে নিজের হিসাব নিজে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাকে মাপার আগে আমি যদি নিজেই নিজকে মেপে নিতে পারি তবে তাই সবচেয়ে উত্তম।

তাই আমাদের উচিত পরিকল্পিতভাবে হিসাব করে আজকের তুলনায় আগামী দিনের, এ মাসের তুলনায় আগামী মাসের এবং এ বছরের তুলনায় নতুন বছরে আরো বেশি করে নিজেদের আমলের মান বাড়ানোর চেষ্টা করা।

যুবাইদ (র.) থেকে বর্ণিত। আলী (রা.) বলেন, "তোমাদের দু'টি ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করি। দীর্ঘ আশা ও নাফসের অনুসরণ। দীর্ঘ আশা আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। আর নাফসের অনুসরণ সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। নিঃসন্দেহে দুনিয়া পেছনে ফিরে পালাচ্ছে। আর আখেরাত এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সন্তান রয়েছে। তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজকের দিনে আমল করার সুযোগ আছে, হিসাব নিকাশ নেই। আগামী দিন শুধু হিসাব হবে, আমল করার কোন সুযোগ দেয়া হবে না।" (তাম্বিহুল গাফেলীন-পৃ-১৮৪/মিশকাত শরীফ-৪৮৬৫)

আলী (রা.) আরো বলেন, "আমলে সালেহ (সৎ কাজ) কর। এখনো তোমাদের আমল রেকর্ড করার জন্য বই খোলা আছে। এখনো তাওবা কবুলের সময় আছে। আমলের আলো নিভে যাবার আগে যারা আল্লাহ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এবং যারা পাপী তাদেরকে ক্ষমা করার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। সুতরাং সময় শেষ হওয়ার আগে, জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে, তাওবার দরজা বন্ধ হওয়ার আগে এবং ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে যাবার আগে নেক আমলের চেষ্টা কর। হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ দুনিয়া থেকে বিদায়

www.nagorikpathagar.org

নিতে তোমরা পছন্দ কর না তবুও খুব শীঘ্রই দুনিয়া তোমাদেরকে পরিত্যাগ করবে। তোমরা শরীরকে তরতাজা রাখার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন বার্ধক্য তাকে গ্রাস করবেই। এ দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ অতি অল্প সময়ের যা একটি মুহূর্তের জন্য বাড়ানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই।" (আজকের দুনিয়াবাসী আগামীকালের কবরবাসী-পৃ-৬৩)

আবু দারদা (রা.) সিরিয়ার হিমসবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– "তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছ, যেগুলোতে তোমরা চিরকাল বসবাস করতে পারবে না। তোমরা অন্তরে দুর্লোভ ও দীর্ঘ আশা পোষণ করেছ, যেগুলো কোন দিন পূরণ হওয়ার নয়। তোমরা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করেছ, যেগুলো কোন দিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী মজবুত ও পাকাপোক্ত বাসস্থান প্রস্তুত করেছিল, অনেক বেশী সম্পদ জমা করেছিল এবং তোমাদের তুলনায় অধিক দীর্ঘ আশা পোষণ করেছিল কিন্তু আজকে তাদের কোন অস্তিত্ব আছে কি? সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। লয় ও বিলুপ্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।" (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-৬২)

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (র.) বলেন, মানুষ ৩ ধরনের। (১) যাদেরকে পরকালের আমল দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে ফিরিয়ে রাখে। (২) যাদেরকে দুনিয়ার ব্যস্ততা পরকালের আমল থেকে ফিরিয়ে রাখে। (৩) যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের কাজেই ব্যস্ত। প্রথম প্রকার হল, সফল আবেদ। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বংসের পথে ধাবমান ব্যক্তি। আর তৃতীয় প্রকার হল, দু'টানা অবস্থার ব্যক্তি। (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-৪৯৯)

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (র.) বলেন, "অবশ্যই প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের ৩টি কাজ করা উচিত। (১) দুনিয়া তাকে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে তার দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়া। (২) কবরে ঢোকার আগেই কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (৩) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগে তাকে সন্তুষ্ট করা।" (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-১৮৬)

হাতিম যাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "৪টি বিষয়ের মূল্য ও মর্যাদা ৪ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বুঝে না। (১) যৌবনের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধ ছাড়া অন্যরা বুঝে না। (২) বিপদ মুক্তির মূল্য ও মর্যাদা বিপদাক্রান্ত লোক ছাড়া অন্যরা বুঝে না। (৩) সুস্বাস্থ্যের মূল্য ও মর্যাদা অসুস্থ লোক ছাড়া কেউ বুঝে না। (৪) জীবনের মর্যাদা মৃত ছাড়া কেউ বুঝে না।" (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-৪৯৯)

www.nagorikpathagar.org

একদা হাতিম আসাম (র.) কে প্রশ্ন করা হল, আপনি কিভাবে এত আমল করেন? জবাবে তিনি ৪টি বিষয় উল্লেখ করেন। তার মধ্যে অন্যমত বিষয় হল– "আমার সবসময় চূড়ান্ত সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। যা দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাই আমিও তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-৫০০)

একদিন ওমর (রা.) নবী (সা.) এর কাছে গেলেন। এ সময় নবী (সা.) চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন, আর তাঁর পিঠে চাটাইয়ের দাগের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। এ দৃশ্য দেখে ওমর (রা.) কেঁদে ফেলে বললেন, "পারস্য সম্রাট কিসরা আর রোম সম্রাট কায়সার ও তাদের দুনিয়াবী বিলাসিতার কথা মনে পড়ল। অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আপনার পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। তখন নবী (সা.) বললেন, তারা এমন জাতি যাদেরকে দুনিয়ার জীবনেরই সকল ভোগ সামগ্রী দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমরা এমন এক জাতি আমাদের ভোগ সামগ্রী আমাদের জন্য দেরিতে করা হয়েছে (আখেরাতে)।" (বুখারী/ মুসলিম/তিরমিযী শরীফ-২৪৬৪)

রবী ইবনে খায়ছাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে একটি কলম ও কাগজ নিতেন এবং যখনই কোন কথা বলতেন তা লিখে রাখতেন। সন্ধ্যায় তিনি খাতা খুলে নিজের সাথে হিসাব-নিকাশ করতেন। (তাম্বিহুল গাফেলীন পৃ-১৬৪)

এভাবে পূর্বসূরিদের পথ ধরে আমাদেরকেও পরকালে আমলের হিসাব নিকাশ পাওয়ার আগেই দুনিয়াতে নিজের হিসাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। কেননা দুনিয়ার হিসাব পরকালের হিসাবের আগেই রাখা হলে নিজকে সংশোধন করা সহজ।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, "অন্ধকার ৫টি এবং তা দূর করার বাতিও ৫টি। (১) দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা একটি অন্ধকার এবং এর বাতি হল, তাকওয়া (খোদাভীতি)। (২) পাপ একটি অন্ধকার বিষয় এবং এর বাতি হল তাওবা করা। (৩) কবর একটি অন্ধকার স্থান এবং এর বাতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। (৪) আখেরাত একটি অন্ধকার স্থান এবং এর বাতি হল, নেক আমল। (৫) সিরাত একটি অন্ধকার বস্তু এবং এর বাতি একীন (বিশ্বাস।)" (আল মুনাব্বিহাত-৫.৪)

উসমান (রা.) বলেন, "মুমিনের জন্য ৬ প্রকারের ভয় আছে। (১) আল্লাহ তা'আলা ঈমান ছিনিয়ে নেবার ভয়। (২) নেগাহবান ফেরেশতাগণের এমন কিছু

www.nagorikpathagar.org

লিখে ফেলার ভয়, যা দ্বারা সে কেয়ামতের দিন লজ্জিত হবে। (৩) শয়তানের দ্বারা তার আমল বরবাদ হয়ে যাবার ভয়। (৪) মালাকুল মওত হঠাৎ গাফলতির মধ্যে তার রূহ কবয করে নেবার ভয়। (৫) দুনিয়া তাকে ধোঁকায় ফেলার এবং আখেরাত থেকে ফিরিয়ে রাখার ভয়। (৬) পরিবার পরিজনের মায়ায় অনেক বেশী ডুবে যাওয়ার ফলে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকার ভয়।" (আল-মুনাব্বিহাত ৬.৫)

"এবং এর নীচে তাদের দু'জনার জন্য সম্পদ ছিল এবং তাদের পিতা একজন সৎ লোক ছিল।" কুরআন শরীফের এ উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উসমান (রা.) বলেন, "এখানে সম্পদ হল, একটি সোনার তখতা যাতে ৭টি লাইন লিখা ছিলো। তা হল (১) আমার কাছে ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে মৃত্যুকে চেনার পরও হাসতে পারে। (২) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে জেনেও এর প্রতি আসক্ত হয়। (৩) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে প্রতিটি জিনিস তাকদীর অনুসারে পাওয়া যাবে জেনেও কোন কিছু না পাওয়া বা হারানোর জন্য চিন্তা করে। (৪) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে দোযখকে চেনার পরও পাপ করতে পারে। (৫) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে হিসাব এর ব্যাপার আছে জেনেও মাল (দুনিয়ার) সংগ্রহ করে। (৬) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে, যে আল্লাহকে একীনের সাথে চেনার পরও অন্য কিছুকে ইয়াদ করতে পারে। (৭) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে জান্নাতকে নিশ্চিত জেনেও দুনিয়ার আরামে ডুবে যায়। (৮) ঐ ব্যক্তিকে অবাক লাগে যে শয়তানকে দুশমন জানার পরও তার তাবেদারি করে। (আল মুনাব্বিহাত-৭.৪)

"নিশ্চয়ই তোমার সামনে ইবলিস, ডানে নাফস, বামে প্রবৃত্তি, পেছনে দুনিয়া, চারদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উপরে মহাপরাক্রমশালী (প্রভু) রয়েছেন। ইবলিস তোমাকে আহবান করছে দ্বীন ত্যাগ করার জন্য। নাফস তোমাকে ডাকছে গোনাহের কাজের দিকে। প্রবৃত্তি তোমাকে ডাকছে ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য। দুনিয়া তোমাকে বলছে আখেরাতের বদলে তাকে পছন্দ করার জন্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাকে ডাকছে গোনাহের দিকে। মহাপরাক্রমশালী (আল্লাহ) তোমাকে ডাকছেন জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে।

যে ব্যক্তি ইবলীসের ডাকে সাড়া দেবে, তার দ্বীন চলে যাবে। যে ব্যক্তি নাফসের ডাকে সাড়া দেবে, তার রূহ চলে যাবে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেবে, তার বুদ্ধি চলে যাবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ডাকে সাড়া দেবে, তার আখেরাত চলে যাবে। যে ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডাকে সাড়া দেবে, তার কাছ থেকে জান্নাত চলে

www.nagorikpathagar.org

যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেবে তার কাছ থেকে যাবতীয় খারাপ জিনিস চলে যাবে এবং সে যাবতীয় ভাল জিনিস লাভ করবে।" (আবু বকর সিদ্দিক (রা.)/আল মুনাব্বিহাত ৬.৩)

উসমান (রা.) বলেন, "এমন ৪টি কাজ রয়েছে যেগুলোর বাইরের অংশ ফযিলত কিন্তু ভেতরের অংশ ফরয। (১) নেক লোকদের সাথে মেলামেশা করা ফযিলতের কাজ কিন্তু তাদেরকে অনুসরণ করা ফরয। (২) কুরআন তেলাওয়াত করা ফযিলতের কাজ কিন্তু এর উপর আমল করা ফরয। (৩) কবর যিয়ারত করা ফযিলতের কাজ কিন্তু এর জন্য আমল করা ফরয। (৪) রোগীর খোঁজ খবর নেয়া ফযিলতের কাজ কিন্তু তার অসিয়ত নেয়া ফরয।" (আল মুনাব্বিহাত ৪.৯) (মৃত্যু পথযাত্রীর অন্তিম ইচ্ছাকে অসিয়ত বলা হয়। অসিয়ত শুনে রাখা জীবিত লোকদের কর্তব্য।)

শাকীক বলখী (র.) বলেন, "৫টি কাজ তোমাদের করা উচিত। (১) আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন আছে তার জন্য ততটুকু ইবাদত করবে। (২) যতদিন বাঁচবে ততদিনের প্রয়োজনের জন্য দুনিয়ার সামগ্রী সংগ্রহ করবে। (৩) আল্লাহর আযাব যতটুকু বরদাশত করতে পারবে ততটুকুই গোনাহ করবে। (৪) কবরে যতদিন থাকবে ততদিনের আসবাব দুনিয়াতে যোগাড় করবে। (৫) জান্নাতে যতদিন বাস করতে চাও ততদিনের জন্য আমল করবে।" (আল মুনাব্বিহাত ৫.২৪)

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, "প্রতিদিন জমিন চিৎকার করে দশটি কথা বলে। (১) হে আদম সন্তান! আমার পিঠের উপর তুমি দৌড়াদৌড়ি করছো অথচ আমার পেটে তোমাকে আসতেই হবে। (২) আমার পিঠের উপর তুমি গোনাহের কাজ করছো অথচ আমার পেটের ভেতর তোমার শাস্তি হবে। (৩) আমার পিঠের উপর তুমি হাসাহাসি করছো অথচ আমার পেটের ভেতর তুমি কাঁদবে। (৪) আমার পিঠে তুমি আমোদ ফুর্তি করছো অথচ আমার পেটে তুমি চিন্তিত হবে। (৫) আমার পিঠে তুমি (দুনিয়ার) মাল সংগ্রহ করছো অথচ আমার পেটে তুমি লজ্জিত হবে। (৬) আমার পিঠে তুমি হারাম খাচ্ছ অথচ আমার পেটে তোমাকে পোকা খাবে। (৭) আমার পিঠে তুমি অহংকার করছো অথচ আমার পেটের ভেতর তুমি অপমানিত হবে। (৮) আমার পিঠের উপর তুমি যেমন খুশী তেমন ঘোরাফেরা করছো অথচ আমার পেটে তুমি গভীর চিন্তান্বিত হয়ে ঢুকবে। (৯) আমার পিঠে তুমি আলোতে চলাচল করছো অথচ আমার পেটে তুমি আঁধারে নিপতিত হবে। (১০) আমার পিঠে তুমি দলবলের সাথে চলছো অথচ আমার পেটে তুমি একাই ঢুকবে।" (আলমুনাব্বিহাত ১০. ১৩)

www.nagorikpathagar.org

ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) কে একবার জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" অথচ আমাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন না কেন? তখন তিনি বললেন, ১০টি বিষয়ে তোমাদের অন্তরের মৃত্যু হয়েছে। (১) তোমরা আল্লাহকে চিনেছ কিন্তু তার হক আদায় কর না। (২) তোমরা আল্লাহর কিতাব পড়, কিন্তু এর উপর আমল কর না। (৩) তোমরা দাবি কর ইবলিস তোমাদের দুশমন কিন্তু কার্যত তাকে ভালবাস। (৪) তোমরা রাসূল (সা.) কে ভালোবাস দাবি কর কিন্তু তাঁর দেখানো পথ ও সুন্নাত ত্যাগ করেছ। (৫) তোমরা দাবি কর যে বেহেশতকে তোমরা ভালবাস অথচ তা পাওয়ার জন্য কোন আমল কর না। (৬) তোমরা বল যে দোযখকে তোমরা ভয় কর, অথচ গোনাহের কাজ থেকে বিরত থাক না।

(৭) তোমরা দাবি কর যে, মৃত্যু অবধারিত বলে তোমরা বিশ্বাস কর অথচ এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। (৮) অন্যান্যদের ভুল সম্পর্কিত আলোচনায় তোমরা ব্যস্ত রয়েছ অথচ নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা একেবারে ভুলে গেছ। (৯) আল্লাহর রিযক খাচ্ছ অথচ তাঁর শোকর আদায় কর না। (১০) তোমরা মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করে থাক অথচ তা হতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা না।" (ইবন হাজার আসকালানীর আল-মুনাব্বিহাত-১০.২৫)

উপরে উল্লিখিত কুরআন, হাদীস, সাহাবী ও বিভিন্ন নেক ব্যক্তিদের অভিমত থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মহান আল্লাহর নিয়োজিত দু'জন ফেরেশতা আমাদের দু'কাঁধে বসে প্রতিনিয়ত আমাদের হিসাব বা রিপোর্ট লিখে যাচ্ছেন বিরতিহীনভাবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমরাও যদি নিজেরা নিজেদের প্রতিদিনের কাজের হিসাব রাখি কিছুটা হলেও। তা হলে কাল কেয়ামতে হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমলনামা দেয়া হবে তখন আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে না।

যে সব আমলের হিসাব আমরা প্রতিদিন নিতে পারি

আমার বড় বাচ্চাটি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়ে তখন একদিন দেখলাম স্কুল থেকে একটি পেপার নিয়ে এসেছে। আমাকে দেখিয়ে বলল– আম্মু, দেখ আমার সালাহ ট্রী (নামাযের গাছ)। ওর কনভার্ট মুসলিম আমেরিকান ক্লাস টিচার দিয়েছেন। আমার মেয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললো– আম্মু, এই কাগজে একটি বড় গাছের ছবি আছে। যার প্রতিটি ডালে ৫টি করে পাতা রয়েছে। টিচার বলেছেন, আমাকে ভালো মুসলিম হতে হলে এখন থেকে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আমি যদি ফজরের নামায পড়ি তা হলে একটি পাতা রং করবো। যদি যুহর নামায পড়ি তা হলে আর একটি পাতা রং করবো। এভাবে যদি একদিনে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ি তা হলে একটা ডালের ৫টি পাতাই রং করবো। আর যদি কোন এক ওয়াক্তের নামায না পড়ি তা হলে ১টি পাতা কালার করবো না। এভাবে আমি প্রতি সপ্তাহে নামায নিয়মিত পড়ছি কিনা তা আমার এই গাছের ছবি থেকেই সপ্তাহ শেষে বুঝে নিতে পারবো। সুবহানাল্লাহ! একটি সুন্দর আমলকে নিয়মিত করার অভ্যাস তৈরির এই পদ্ধতিতে আমি সত্যিই মুগ্ধ হলাম। তার কয়েক বছর পর মেঝ মেয়েটি যখন গ্রেড ওয়ানে উঠলো তখন ওকে ক্লাস টিচার একটি পেপার দিলো। যার প্রতিটি বক্সে দু'টি করে ইমো। একটি হাসি মুখ। অন্যটি দুঃখী মুখ। আমার মেয়ে আমাকে ব্যাখ্যা করে বলল– আম্মু, আমি নামায পড়লে তো জান্নাত পাবো। সেটা তখন আমার জন্য অনেক আনন্দের হবে। তাই আমি একদিনে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়লে হাসি মুখটি রং করবো। আর যদি ৫ ওয়াক্ত নামায না পড়ি তাহলে তো আল্লাহ শাস্তি দেবেন। তাই তখন দুঃখী মুখটি রং করতে হবে। ইবাদতের নিয়মিত অভ্যাস তৈরির কতইনা হেকমত পূর্ণ এই পদ্ধতি। সুবহানাল্লাহ!

আমার মনে হয় আমরা বড়রাও চাইলে আমাদের জন্য প্রতি মাসে ইবাদতের হিসাব রাখার জন্য এই ধরনের একটি তালিকা বানিয়ে নিতে পারি।

আল কুরআন থেকে আমরা জানতে পেরেছি, যে ছোট-বড়, বিন্দু বিন্দু, ভাল কিংবা খারাপ গোপন কিংবা প্রকাশ্য কোন কিছুই আমাদের আমলনামায় লেখা থেকে বাদ পড়ছে না। আমরা মানুষ। আমাদের ক্ষমতাও সীমিত। তাই আমাদের পক্ষে নিজের প্রতিটি আমলের হিসাব বিন্দু বিন্দু করে হয়তো বা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমলের হিসাব আমরা চেষ্টা করলে রাখতে পারি। যেমন– কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই পড়ার মাধ্যমে নিজের ইলমী যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। এই সব ব্যক্তিগত বা আত্মোন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি অন্যের চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্য দাওয়াতী কাজ, কিছু ইসলামী জ্ঞানের বই বিতরণ কিংবা আমার চাইতে যিনি দ্বীন সম্পর্কে বেশী জানেন তার সাথে যোগাযোগ করে নিজকে সংশোধন ও মান সম্পন্ন করার চেষ্টা করা। এক দল নেক সাথীর সাথে বসে মাঝে মাঝে দ্বীনের জ্ঞান নিয়ে জানা ও আলোচনা করা। সামাজিক কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৃদ্ধি করা। সবশেষে নিজের প্রতিদিনকার কাজের জন্য আত্মসমালোচনা ও তাওবার অভ্যাস গড়ে তোলা। এই আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা আমাদের

www.nagorikpathagar.org

আমলের মান উন্নত করে প্রতিদিনকার হিসাব যদি লিখে সপ্তাহ কিংবা মাস শেষে নিজেকে যাচাই করতে পারি তা হলে ইনশাআল্লাহ কাল কেয়ামতে হাশরের মাঠে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আমলনামার জন্য কিছুটা হলেও আমরা নিজকে দুনিয়াতেই তৈরি করতে পারবো। এখন আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি এই আমাদের ব্যক্তিগত আমলনামার এই সব বিষয়গুলোর কোন গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসে আছে কিনা?

(১) আল কুরআন অধ্যয়ন ঃ পৃথিবীর সকল জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। আর এই ওহীর জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই।

কুরআন শব্দের মাঝেই এর পরিচয় রয়েছে। কেননা কুরআন শব্দটি 'কারউন' শব্দ মূল থেকে এসেছে। যার অর্থ বার বার পড়া, অধ্যয়ন করা। পৃথিবীর অন্য অনেক ধর্মগ্রন্থ যখন শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ব্যক্তি বা সমাজের কিছু নির্দিষ্ট লোকদের ছাড়া অন্যদের জন্য পড়ার অনুমতি নেই। আর আল কুরআন সব শ্রেণীর, সব রকমের মানুষের জন্য নিজেকে শুধু উন্মুক্তই করে দিয়েছে তা নয় বরং সবাইকে এটি পাঠের জন্য উৎসাহিত করেছে, "এটি এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, যেন লোকেরা খারাপ পরিণাম থেকে বাঁচতে পারে।" (সূরা যুমার : ২৮)

আল্লাহ আরো বলেন–

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজের বান্দার ওপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন রকম বক্রতার অবকাশ রাখেননি। এটা সত্য, অকাট্য ও সরল দৃঢ় কথা বলার কিতাব। যেন সে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়, তাদের জন্য উত্তম কর্মফল রয়েছে।" (সূরা আল কাহাফ : ১-২)

"যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করেছে, অন্তরে গেঁথে নিয়েছে, অতঃপর কুরআন শরীফের হালালসমূহকে হালাল ও হারামসমূহকে হারাম জেনে আমল করেছে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে স্থান দেবেন এবং ঐ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন থেকে দোযখের উপযুক্ত দশজন লোকের জন্য শাফায়াত করার তৌফিক দেবেন।" (তিরমিযী শরীফ-২৯০৫)

তাই রাসূল (সা.) এই বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন– "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যিনি কুরআন নিজে শিক্ষা করেছেন ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছেন।" (সহীহ আল বুখারী-৪৬৫৬/তিরমিযী-২৯০৭)

www.nagorikpathagar.org

আবার আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করছেন– "আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে কেউ প্রস্তুত আছে কি?" (সূরা কামার : ১৭)

আল্লাহ আরো বলেন, "এখন তোমরা উভয়েই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। এখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে যদি কোন হেদায়াত পৌঁছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে, সে বিভ্রান্তও হবে না আর দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার "যিকর" (উপদেশ, নসিহত) থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে ওঠাবো। তখন সে বলবে– হে আল্লাহ! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তখন ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সে রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" (সূরা তোহা : ১২৩-১২৬)

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! আপনি এ কুরআন তেলাওয়াত করুন, যা ওহীর সাহায্যে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে।" (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

যারা কুরআন তেলাওয়াত করে কিন্তু এ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে না তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, "এরা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে।" (বুখারী/মুসলিম/মুয়াত্তা/তিরমিযী শরীফ-২১৯১)

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কুরআন পড়। হাশরের দিনও কুরআন নিজ সাথীদের জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম শরীফ-১৭৫১)

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে?" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

"তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে, তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না। তারা শুধু কল্পনাই করে।" (সূরা বাকারা : ৭৮)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী (র.) বলেন, এখানে 'মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা' বলতে শুধুমাত্র তেলাওয়াত করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝে কেবল কুরআন তেলাওয়াত করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র.) বলেন, "এখানে আল্লাহ তাঁর কিতাব বিকৃতকারী এবং ঐ সকল নিরক্ষরদেরকে মন্দ বলেছেন যারা শুধু তেলাওয়াত করে কিন্তু কুরআন বুঝার চেষ্টা করে না।"

www.nagorikpathagar.org

"আপনার কাছে কুরআন নাযিল করেছি যেন আপনি লোকদের কাছে তাদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত কিতাবটি ব্যাখ্যা করেন। আর যাতে তারা নিজেরাও চিন্তা ভাবনা করতে পারে।" (সূরা নাহল : ৪৪)

এখানে ব্যাখ্যা বলতে শব্দ ও অর্থ দু'টোকেই বুঝানো হয়েছে।

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কুরআনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যিনি প্রতি নিয়তই কুরআন পাঠ করে থাকেন, তিনি (আখেরাতে) নেককার সম্মানিত লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন আর যিনি কষ্ট করে কুরআন পাঠ করেন তিনি দ্বিগুন সওয়াব পাবেন।" (তিরমিযী শরীফ-২৯০৪/ মুসলিম শরীফ-১৭৩৯)

"নিশ্চয়ই এ কুরআন ঐ পথ দেখায়, যা একেবারে সোজা। যারা একে মেনে নিয়ে নেক আমল করতে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে এবং যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে জানিয়ে দেয়, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯-১০)

আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে ঐসব লোককে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি খুঁজে এবং তাঁর নিজের মর্জিতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর তাদেরকে তিনি সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।" (সূরা মায়েদা : ১৬)

"তবে কুরআন শুনিয়ে তাদের নসিহত ও সাবধান করতে থাকুন, যাতে কেউ নিজের আমলের কারণে ঐ (কঠিন) সময় গ্রেফতার না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী ও শাফায়াতকারী থাকবে না এবং যখন সে সব কিছু বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এসব লোক নিজেদের আমলের জন্যই ধরা পড়ে যাবে। তাদের কুফরির কারণে তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।" (সূরা আন'আম : ৭০)

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত পাওয়ার প্রধান উৎস।

তাই কুরআন নিজে পড়তে হবে এবং অন্যকে পড়তে সাহায্য করতে হবে। কুরআন থেকে তখনই হেদায়াত পাওয়া যাবে যখন আমরা এর আয়াতগুলোকে শুধু তোতা পাখির মতো অর্থ না জেনে তেলাওয়াত করা নয় বরং একে সহীহ করে পড়তে চেষ্টা করবো। এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানারও চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

সর্বোপরি একে নিজের জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কুরআন পড়া ও বুঝার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা কুরআনের আলোকে তখনই জীবন গড়ে তুলতে পারবো যখন এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানতে পারবো।

আমাদের প্রতিটি মুসলিমের ঘরে তাকের উপর যত্ন করে একটি নয় বরং একাধিক কুরআন সাজিয়ে রাখা আছে কিন্তু হাতে গোনা অল্প কয়েকজন মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করি।

অসুস্থ বাচ্চার জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে লিখে আনা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি ঔষধ খাওয়ানো শুরু করবো বাচ্চার রোগ তত তাড়াতাড়ি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। তেমনি মানুষের মনের রোগের প্রেসক্রিপশন দেয়া আছে কুরআনের পাতায় পাতায়। একে চুমু খেয়ে শ্রদ্ধার সাথে তাকে তুলে না রেখে বা তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে না রেখে প্রতিদিনকার জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। না হয় এ থেকে হেদায়াত লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আফসোসের বিষয় প্রতিদিন নামাযে কম করে হলেও ১৭ বার সূরা ফাতিহা পড়ি আমরা কিন্তু অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মাঝেও সামান্য কয়েকজনই খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি এর অর্থ জানেন।

একটি অজানা ভাষার যতই সুরের মাধুরী ঢেলে সারাটি জীবন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়লাম কিন্তু তার ফলে কুরআন নাযিলের হক তো আমাদের দিয়ে আদায় হবে না। এই কুরআন পড়েই আমরা কেউ হই হাফেয। আবার কেউ বিদআতী পদ্ধতিতে টাকা নিয়ে কুলখানিতে দুলে দুলে কুরআন পড়ি, কেউ বা মুসলমান হয়েও কুরআনের অপব্যাখ্যা করি আর কেউ বা কুরআনের দাবিতে রাসূলের সাহাবী খুবাইব (রা.) এর মত দৃঢ় ঈমানী জযবা নিয়ে ফাঁসির মঞ্চেও পৌঁছে যাই। এখানেই কুরআন বুঝার পার্থক্য।

কুরআন বুঝতে হবে রাসূলের (সা.) ২৩ বছরের নবুওতী জিন্দেগির সাথে মিলিয়ে। রাসূল (সা.) এই কুরআনের দাবিতে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে ডাকতে গিয়ে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ কাবা ঘরের প্রাঙ্গণে। দীর্ঘ ৩ বছর কারাবরণ করেছিলেন শুয়াবে আবু তালিবে। তায়েফের সবুজ জমিন রক্তাক্ত হয়েছিল রাসূলের পা বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে। শুধু তাই নয় নির্যাতিত হয়ে রক্তে ভেসেছিলেন ওহুদের ময়দানেও। সেই পথে যেসব সত্য সন্ধানী মানুষের কাফেলা আজো এগিয়ে চলছে তারাই রাসূলের দেখানো সঠিক পথে চলছেন। তারাই সত্যিকারভাবে কুরআনকে বুঝেছেন। কিন্তু আজকে যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেন শুধু অর্থ না বুঝে গভীর আবেশে সুর করে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, তারা

www.nagorikpathagar.org

আসলে কুরআন নাযিলের দাবি কতখানি বুঝেছেন তাদের বিবেকের কাছেই প্রশ্ন রইলো। একদল মানুষ জান্নাত কিনলো জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ আর কুরবানীর বিনিময়ে। আর আমরা আল্লাহর দ্বীনের পথে একটু সময়, একটু আর্থিক কুরবানী, একটু বাসস্থান দিয়ে সহযোগিতা করলাম না। জেল, যুলুম, বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা কিছুই পেলাম না। তারপরও কি করে মনে করি রাসূলের পথ ধরেই চলছি, কুরআনের দাবি বুঝেছি?

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়নে মগ্ন থাকায় (অতিরিক্ত) যিকর ও দু'আর সময় পায় না। আমি তাকে দু'আ প্রার্থীদের চেয়েও অধিক দিয়ে থাকি। আর যাবতীয় সৃষ্টির উপরে আল্লাহর মর্যাদা যেরূপ, যাবতীয় কালামের উপরে আল্লাহর কালামের মর্যাদা সেরূপ।" (তিরমিযী/মহা গ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন পৃ.-৭৫)

তাই আমাদের করণীয় হল–

(১) হৃদয় মন লাগিয়ে কুরআন বুঝতে হলে কুরআন অধ্যয়নের জন্য প্রতিদিনকার কাজের মধ্য থেকে সুন্দর একটি সময় নির্বাচন করুন যেমন ফজরের নামাযের পর।

(২) বিভিন্ন লেখকদের লেখা তাফসীর পড়ার অভ্যাস করুন পর্যায়ক্রমিকভাবে। যাতে কুরআন নাযিলের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সুবিধা হয়।

(৩) রাসূল (সা.) এর ২৩ বছরের নবুওতী জিন্দেগিকে জানার চেষ্টা করুন সঠিকভাবে। তা হলে কুরআনের দাবি বুঝতে সহজ হবে।

(৪) আল কুরআনের হৃদয়স্পর্শী আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করুন। যেমন– "এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে পাথর কিংবা তার চাইতেও বেশী কঠিন। এমন কিছু পাথর আছে যা হতে ঝর্নাধারা নির্গত হয়। কিছু পাথর আছে এমন যা থেকে পানি বের হয়। আবার এমন কিছু পাথর আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। বস্তুত তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।" (সূরা বাকারা : ৭৫)

অথবা সূরা হাদীদ-১৬-২১ ইত্যাদি

(৫) আবার আল কুরআনের দাবি পূরণের জন্য কিছু আয়াতের সাথে গভীর সম্পর্ক পড়ে তুলুন। যেমন সূরা তাওবা ২৪, ৩৮, ৩৯/আন'আম-১৬২, তাওবা-১১১, সফ-৪ ইমরান-১০৪/১১০ ইত্যাদি।

(৬) পরিকল্পিতভাবে বিষয় নির্বাচন করে কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের সাথে পথ চলা এক নারী ও তার স্বামীর বদলে যাবার ঘটনা

মধ্য প্রাচ্যের একটি মুসলিম দেশের এক বিদুষী মুসলিমা সুমাইয়া রামাদান। তিনি শুরু করেন এক অনন্য দারসে কুরআন প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণকারী মহিলারা সিদ্ধান্ত নেন, তারা কুরআনের যতটুকু ষ্টাডি করবেন ততটুকুর উপর আমল করবেন।জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করবেন কুরআনের আলোকে।

তারা সাপ্তাহিক বৈঠক করেন। প্রতি সপ্তাহে সবাই মিলে একটি আয়াত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী সপ্তাহে সেটির উপর কে কিভাবে আমল করেছেন, কে কিভাবে সেটি বাস্তবায়ন করেছেন, সেই রিপোর্ট গ্রহণ করেন।...

ফলে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক মহিলার ঘর মুখরিত হয়ে উঠে কুরআনের আলোচনায়, কুরআনের অনুবর্তনে। তাদের ঘরসমূহ আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে কুরআনের অনাবিল আলোতে।

জমতে থাকে দারসের আসর। বাড়তে থাকে মহিলার সংখ্যা। অবশেষে যে মসজিদে দারস চলছিল, কর্তৃপক্ষ মহিলাদের জন্য মসজিদ ব্যাপক প্রশস্ত করতে বাধ্য হন। সুমাইয়া রামাদান তাঁর প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা লেখেছেন কুয়েতের 'আল মুজতামা' জার্নালে। এটি তার লেখার অংশ বিশেষ-এর অনুবাদ।

কুরআন তো নাযিলই হয়েছে আমল করার জন্য। কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করাটা মূলত জান্নাতে বসবাস করার মতোই।

আমাদের চোখের সামনে জোড়া লেগেছে কতো ভাঙ্গা হৃদয়। শুকিয়েছে কতো জ্বলন্ত হৃদয়ের ঘা। মিলিত হয়েছে কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মন। শান্তি নিবাসে পরিণত হয়েছে কতো ধ্বংসোন্মুখ ঘর। এসবই হয়েছে কুরআনুল কারীম এর উপর আমল করার বরকতে, কুরআনের সাথে পথ চলাতে।

কুরআনের নির্দেশিকার মাধ্যমে কিভাবে অর্জিত হয় ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধতা? এ প্রসংগে তুলে ধরছি এক দ্বীনি বোনের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তারই বর্ণনায় : অনেক রাতে ঘুমাতে যাবার অভ্যাস ছিলো আমার। মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান দিত তখনো বেপরোয়া ঘুমিয়ে থাকতাম। আল্লাহর ফেরেশতারা আমাকে নামাযীদের মধ্যে দেখতে পেত না। এই বরকতময় সময়টাতে আমি এবং আমার ঘরের সবাই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকতাম। তার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে এ সময় আমরা গভীর ঘুমে থাকতাম অচেতন হয়ে।

সূর্যোদয়ের অনেক পরে ঘুম ভাঙ্গতো। আর এজন্য সারাদিন মনে দুঃখভাব লেগে থাকতো। এ অবস্থায়ই চলছিল।

www.nagorikpathagar.org

মনে মনে অনেকবারই ভেবেছি ভোরে নামায পড়বো। কিন্তু সে ভাবনা ভাবনাই থেকে যায়। আমি প্রতিবারই ব্যর্থ হই। ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। তখনো শ্রদ্ধেয় বোন সুমাইয়া রামাদানের সাথে আমার পরিচয় ঘটেনি।

একদিন জানতে পারলাম সুমাইয়া রামাদান অনেক বোনের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে আমিও আমার সমস্যা সমাধানের মজবুত সংকল্প করে গেলাম তার কাছে। তাকে খুলে বললাম সবকিছু। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন এ ২টি আয়াত বার বার পড়ার। "তুমি যখন (নামায পড়তে) উঠো, তিনি তোমাকে দেখেন। আর সাজদারত লোকদের মাঝে তোমার তৎপরতাও তিনি অবলোকন করেন।" (সূরা শোয়ারা : ২১৮-২১৯)

আলোর প্রদীপ এই দু'টি আয়াত আমি বার বার উচ্চারণ করতে লাগলাম। মুখে তেলাওয়াতের সাথে সাথে আয়াতের অর্থ দ্বারা হৃদয়কে উজ্জীবিত করতে থাকলাম। এভাবে যবান... এবং হৃদয় দিয়ে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে থাকলাম অবিরাম, সবিরাম।

অবশেষে এসে উপস্থিত হলো রাতের শেষে একটি সময়, সিদ্ধান্ত নেবার সময়। আয়াতের বক্তব্য বাস্তবায়নের সময়। মুয়াযযিন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলো; আল্লাহু আকবার- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমি পাশ বদল করলাম। শয়তান ঘুমকে আমার জন্য আরো সুখময় করে তুললো। হৃদয়ে শুরু হল, সংঘাত। ...ঘুম...নামায...ঘুম... নামায...। কোনটা ছেড়ে কোনটা করবো টানা হেঁচড়ায় আছি। একদিকে এতোদিনের লালন করা ভোরের সুখময় ঘুম। অন্যদিকে আমার প্রভুর সামনে সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান। মুয়াযযিন আবার বলে উঠলো– আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই...। আমার বিবেক আমাকে প্রশ্ন করতে থাকলো : তোমার ইলাহ কে? আল্লাহ? নাকি তোমার নাফস? নাকি তোমার মন? এরি মধ্যে মুয়াযযিন বলে উঠলো : আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল...। আমার বিবেক আমাকে প্রশ্ন করতে থাকলো– তুমি আল্লাহর রাসূলের অনুসারী নাকি শয়তানের অনুসারী?...। মুয়াযযিন পুনরায় বলে উঠলো : হাইয়া আলাস সালাহ- হাইয়া আলাস সালাহ- নামাযের জন্য দৌড়াও- নামাযের জন্য দৌড়াও। এখন কুরআনের সেই আয়াত আর নামাযের ডাক একাকার হয়ে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে তুললো আমার হৃদয়কে। এরি মধ্যে মুয়াযযিন বলে উঠলো- সাফল্যের দিকে দৌড়াও। সাফল্যের দিকে দৌড়াও।

www.nagorikpathagar.org

আমার চোখের ঘুম বিলীন হয়ে গেল। কেটে গেল শরীর থেকে ঘুমের দুর্বলতা। উজ্জীবিত হৃদয় সজীব করে তুললো আমার দেহ সত্তাকে। আমার একান্ত নিকটে অনুভব করলাম দয়াময়- রহমানকে। অনুভব করলাম আমার প্রতি তাঁর পরম দয়ার দৃষ্টি। এখন আমার দেহ-মন এবং ইচ্ছা শক্তি সবাই মিলে আমাকে সহজ-সাবলীলভাবে উঠিয়ে বসিয়ে দিলো।

চোখ খুলতেই দেখলাম আমার প্রিয়তম জীবন সাথী গভীর ঘুমে অচেতন। হৃদয়ে অনুভব করলাম আমার ঘাড়ের শাহী শিরার চাইতেও নিকটে আছেন আমার প্রভু। তাঁর অনুভব আমার আবেগদীপ্ত মনকে এগিয়ে নিয়ে চললো।

আমি ওযু করলাম।

সালাতুল ফজর আদায় করার জন্য আমি দাঁড়িয়ে গেলাম আমার মহান স্রষ্টা, আমার মালিক, আমার প্রভু-প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল দয়াময় আল্লাহর সামনে।

এই সেই সালাতুল ফজর যা আদায় করার জন্য আমার হৃদয়ে ছিলো পরম আকাঙ্ক্ষা। যে ব্যর্থতার জন্য ছিলো আমার অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা। এর জন্য কতোবার ইচ্ছা করে ব্যর্থ হয়েছি! কতোবার মন স্থির করে ভঙ্গ করেছি। আমার চোখ অশ্রুসিক্ত। গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু কপোল বেয়ে।

নামায শেষে হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো শুকরিয়া বার্তা। শুকরিয়া সেই মহান আল্লাহর, যিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র, যিনি আমাকে মৃত্যু দেয়ার আগে নামাযের তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমার প্রতি অসীম করুণা করেছেন।

আমার প্রভু আমার জন্য ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। অথচ আমার অলসতা ও দুর্বলতার কারণে এতদিন আমি ৪ ওয়াক্ত নামায পড়েছিলাম।

আমি কেঁদে কেঁদে আমার প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলাম। তাঁর কাছে দু'আ করছিলাম : প্রভু! মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে সময়মত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়ের তৌফিক দিও।

তাওবা ও ইস্তিগফার সেরে জায়নামাযে বসে আছি। মন অনেক হালকা। শান্তিতে হৃদয় প্রশান্ত। এ সময় চোখের সামনে ভেসে উঠলো জীবনের ছবি। কল্পনায় দেখছিলাম আমার অতীত জীবনের ছবি... আমি ছিলাম এক সাধারণ মেয়ে। জীবনের ছিলো না কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য। কলুর বলদের মত টেনে যাচ্ছিলাম জীবনের ঘানি। অবশেষে একদিন বিয়ে হয়। স্বামীর আবেগ ও চিন্তা চেতনার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিলো না। তাঁর পদমর্যাদা আর অর্থের প্রতিই ছিলো আমার আকর্ষণ।

www.nagorikpathagar.org

আমার স্বামীরও নামায, রোযার প্রতি আকর্ষণ ছিলো না। দুনিয়া নিয়েই ছিলো তার সমস্ত দৌড়ঝাঁপ, সমস্ত কর্মব্যস্ততা। এভাবেই চলছিল আমাদের জীবনের গাড়ি। দয়াময় আল্লাহ আমাদের দান করেছেন কয়েকটি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা। বাচ্চাদের ব্যাপারে চিন্তা আর ব্যস্ততা কেবল এসবই ছিলো– ওরা কী খাচ্ছে? কী পরছে? স্কুলে যাচ্ছে কী? পড়ালেখা কেমন হচ্ছে। হোম ওয়ার্ক করেছে কী?

কিন্তু ওরা নামায পড়লো কি পড়েনি? কুরআন মাজীদ পড়তে শিখলো কি শিখেনি? কুরআন মাজীদ কতটুকু মুখস্থ করলো? নবীগণের জীবন-ইতিহাস জানলো কি জানলো না? আমাদের প্রিয় নবীর জীবন-কথা কতটুকু জানলো? এসব ব্যাপারে কোন আগ্রহই আমার ছিলো না। বরং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের নিয়ে টিভির সামনে বসে থাকতাম। নাটক-সিনেমা দেখতাম। বিভিন্ন দৃশ্য-পার্ট বুঝিয়ে দিতাম। এই ছিলো আমার জীবন।

নামাযের বিছানায় বসে এভাবে জীবন-স্মৃতির স্ক্রীন দেখে চলছিলাম। হঠাৎ আমার স্বামীর নাসিকা ধ্বনিতে আমি চমকে উঠলাম।

স্মৃতির স্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেল। আমার স্বামী স্বপ্ন বিভোর ঘুমে অচেতন। আমার হৃদয়াবেগ উথলে উঠলো।...

আমি ওর ঘাড়ের কাছে সশব্দে তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম সেই দু'টি আয়াত।

"তুমি যখন (নামায পড়তে) উঠো, তিনি তোমাকে দেখেন। আর সাজদারত লোকদের মাঝে তোমার তৎপরতাও তিনি অবলোকন করেন।" (সূরা শোয়ারা : ২১৮-২১৯)

আল্লাহর এই হৃদয়স্পর্শী বাণী শুনার সাথে সাথে আমার স্বামী দ্রুত বিছানা ত্যাগ করে ওযু করে আসেন। সালাত আদায় করেন। তারপর আমার কাছে এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন; আজকের এই সকাল কতো সুন্দর, কতো আনন্দময়, কতো বরকতময়। আজ আমার কী সৌভাগ্য! তোমার কণ্ঠে কুরআন শুনে ঘুম থেকে জেগেছি।

আমি বললাম- সৌভাগ্য তো আমার। আজ মুয়াযযিনের আযান শুনে আমি কুরআনের উপর আমল করতে পেরেছি। সৌভাগ্য তো আমার। আজ তোমাকে আমি প্রথমবার ফজর নামায পড়তে দেখছি।

আমার কথা শুনে আমার স্বামীর অন্তর ঈমানের আলোতে ঝলমল করে উঠলো। তিনি বললেন- তোমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনাচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

গতকাল অফিস থেকে ফেরার পথে আমি গাড়িতে নাসার রেডিও শুনতে চাইছিলাম। সুইচ ঘুরাতে গেলে সুইচ এসে কুরআন চ্যানেলের উপর থেমে গেল। আমি পুনরায় ঘুরাতে চেষ্টা করবো এমন সময় ট্রাফিক সিগনাল পড়ে যায়। আমি গাড়ি বন্ধ করে রাখি। গ্রীন সিগনাল পড়লে আমি গাড়ি স্টার্ট করি। সাথে সাথে কুরআন চ্যানেল থেকে বেজে উঠে কুরআন মাজীদের সুমধুর তেলাওয়াত। আমি অনুভব করলাম আল্লাহ পাক আমাকে সম্বোধন করছেন। হ্যাঁ তিনি আমাকেই সম্বোধন করছিলেন। আমাকেই যেন বলছিলেন। তুমি কি জানো তিনি আমাকে কী বলছিলেন, "এরা আল্লাহর প্রাপ্য মর্যাদা তাঁকে দেয় না। (অথচ তাঁর অসীম ক্ষমতার অবস্থা হল,) কেয়ামতের দিন এই পৃথিবীটা থাকবে তাঁর মুঠোর মধ্যে। আর মহাবিশ্ব থাকবে তাঁর ডান হাতে পেঁচানো। এসব লোক যে শিরক করছে, তিনি সেসব থেকে একেবারেই পবিত্র- অনেক উর্ধ্বে।" (সূরা যুমার : ৬৭)

কুরআনুল কারীমের এই আয়াত আমার গোটা সত্তাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়। আমি উপসাগরের তীর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। আমার আন্দোলিত সত্তা আমার দৃষ্টিকে একবার আমার মুষ্টির দিকে আবার সমুদ্রের দিকে নিক্ষেপ করে। আমি ভীষণভাবে অনুভব করি– এই সমুদ্র তো নস্যি এই বিশ্ব গোটা মহাবিশ্ব সবই তো মহান আল্লাহর মুষ্টিবদ্ধ। কত বড় ক্ষমতার অধিকারী, কতো মহান তিনি।

...আজ আমার উপর বর্ষিত হলো আমার প্রভুর সেই মহান অনুগ্রহ। আজ তুমি যখন আমাকে কুরআনের এই আয়াত পড়ে আমাকে ঘুম থেকে জাগালে তখন তুমি আসলে আমাকে জাগাওনি বরং আমাকে জাগিয়েছেন আমার আল্লাহ।

আমি বললাম : আমার প্রভু আমাকেও এই আয়াতের মাধ্যমে জাগিয়েছেন। আজ তোমার এবং আমার সক্রিয়তায় আমাদের জীবনে কুরআনের এ আয়াত মূর্ত-জীবন্ত হয়ে উঠলো।

আমার স্বামী বললেন : আমি এখন চল্লিশোর্ধ। কুরআন মাজীদ আমার ঘরে মওজুদ। কুরআন মাজীদ আমি তেলাওয়াতও করি। অনেক সূরা অনেক আয়াত মুখস্থও পড়ি। কিন্তু আমার এবং কুরআন মাজীদের মাঝখানে যেন একটি দেয়াল পড়েছিল।

সাথে সাথে আমি বলে উঠলাম : হ্যাঁ সত্যিই দেয়াল পড়েছিল। কুরআন অনুযায়ী আমল না করার, কুরআনের ভিত্তিতে জীবন-যাপন না করার কারণে প্রাচীর পড়ে গিয়েছিল। নবী (সা.) তো ছিলেন জমিনের উপর জীবন্ত কুরআন, চলন্ত কুরআন।

www.nagorikpathagar.org

অতপর আমি বললাম; আমরাও জমিনের উপর চলছি, কিন্তু কুরআনের সাথে চলছি না।

এ কথা বলতে বলতে আমার বাধ ভাঙ্গা কান্না এসে গেলো। আমি কাঁদছি। তখন আমার স্বামীর চোখেও অশ্রুধারা। তিনি সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাচ্চাদের রুমের দিকে দৌড়ে গেলেন। বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। আবার নিভিয়ে দিলেন। আবার জ্বালালেন। আবার নিভালেন। কয়েকবার এভাবে করলেন। বাচ্চারা সজাগ হয়ে গেল। তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন- আল্লাহু আকবার।

বাচ্চারা অবাক পেরেশান। তখন আমার স্বামী বাচ্চাদের বললেন : জানো! তোমাদের সাথে কে দেখা করতে এসেছেন? জানো কে তোমাদের অবস্থা দেখছেন।

- আল্লাহ তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

- বাচ্চারা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল।

- এ সময় ওদের বাবা সুমধুর গলায় আবার তেলাওয়াত করলেন শোয়ারার একই আয়াত।

- আয়াত পাঠ করার পর তিনি ওদের বললেন, আজ ঘরে নামায পড়ে নাও। কাল থেকে আমরা মসজিদে গিয়ে নামায পড়বো ইনশাআল্লাহ।

- ওরা সবাই উঠে নামায পড়ে। আমার স্বামী ওদের নামায পড়া দেখছিলেন। প্রশান্তিতে ভরে উঠে ওর হৃদয়-মন। তখন তিনি স্বগতভাবেই তেলাওয়াত করেন কুরআনের এই আয়াত

- "আর সে (ইসমাঈল) নিজের পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করতো। আর সে ছিলো তার প্রভুর অতীব প্রিয়ভাজন।" (সূরা মারইয়াম : ৫৫)

- আয়াতটি তেলাওয়াত করে তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন :

- আয় আল্লাহ! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহম কর।

- দু'আ শেষে আমার স্বামী আমাকে বললেন, আজ থেকে তুমি বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান করবে, তাদেরকে নিয়মিত নামায পড়ার আদেশ করবে।

- আমি বললাম, ওরা আমার কথা শুনবে না। ওদের নামায পড়াতে আমার ভীষণ বেগ পেতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

- আমার স্বামী আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি ঐ আয়াতটির মাধ্যমে ওদের নামাযে সক্রিয় করবে– তিনি আবার সূরা মারইয়ামের ৫৫নং আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

- আমি আমার সন্তানদের নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত করাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। একটি পোস্টার পেপার নিয়ে তাতে বড় করে আয়াতটি লিখে ঘরে টানিয়ে দিলাম।"... (কুরআনের সাথে পথ চলা- আব্দুস শহীদ নাসিম)

আলহামদু লিল্লাহ এ ঘটনাটি যখন প্রথমবার পড়লাম তখন আবেগে আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। মনকে প্রশ্ন করেছি– আমরা অনেকে জীবনে একাধিকবার কুরআন খতম দিয়েছি। কিন্তু তোতাপাখির মতো না বুঝে শুধু আবেগ ভরে তেলাওয়াতই করে গিয়েছি। কখনো তো বুঝতে তো পারিনি আল কুরআনের পাতায় পাতায় আমার প্রভুর পক্ষ থেকে জীবনকে বদলে ফেলে সম্পূর্ণ এক আলোকিত মানুষ হয়ে যাবার জন্য এত সুন্দর সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে। কতজন বেনামাযী আমরা নিজকে বদলে নিয়মিত নামাযী হয়ে যেতে পেরেছি? পাপের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে থাকা কতজন আমরা পাপের পথ ছেড়ে আসতে পেরেছি?

অথচ রাসূল (সা.) এর দ্বীন কায়েমের পথে প্রথম সারিতে বাধাদানকারীদের মধ্যে আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা বিন আবু জাহেল ছিলো অন্যতম। রাসূলকে ও ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ ছিল না যা সে করেনি। কিন্তু রাসূল (সা.) এর মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহ যখন তাকে হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করলেন তখন সারা জীবন আল কুরআনের বিরোধিতাকারী এই মানুষটি সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি সময় পেলেই মুখের উপর আল কুরআন চেপে ধরে আবেগে কেঁদে বুক ভাসাতেন। আর বলতেন- হা-যা কিতাবু রাব্বি, হা-যা কিতাবু রাব্বি- এ তো আমার রবের কিতাব, এতো আমার রবের কিতাব।

(২) হাদীস অধ্যয়ন ঃ রাসূল (সা.) এর কথা কাজ ও অনুমোদিত রীতি নীতিকে হাদীস বলে। রাসূল (সা.) প্রদর্শিত কুরআনের ব্যাখ্যাই হাদীস। এটি ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় নির্ভুল উৎস।

আল কুরআনে বলা হয়েছে– "তিনি (মুহাম্মদ সা.) নিজের ইচ্ছেমতো কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহর ওহী।" (সূরা আন নাজম : ৩-৪)

রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস

www.nagorikpathagar.org

রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিকে যে পর্যন্ত তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথহারা হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।" (মিশকাত শরীফ-২৪৩০/মুয়াত্তা)

তাই আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন, "রাসূল (সা.) তোমাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দিচ্ছেন তা গ্রহণ কর। আর যা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল হাশর : ৭)

আমাদের মুসলিম সমাজে কুরআন অর্থ না বুঝে হলেও সওয়াবের আশায় অনেককেই তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। কিন্তু হাদীস পড়ার অভ্যাস খুব কম মানুষেরই আছে। অনেক শিক্ষিত মানুষ তো কুরআন ও হাদীসেরই পার্থক্য করতে পারেন না। হাদীস অধ্যয়ন ছাড়া রাসূল (সা.) কি করে একটি জাহেলিয়াতের অমানিশায় ডুবে থাকা জাতিকে এক তাওহীদের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে নৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আদেশ নিষেধকে বাস্তবায়ন করার জন্য হাজারো তিরস্কার, যুলুম-নির্যাতন, বিরোধিতা, অপপ্রচারের কষ্ট কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছিলেন– এসব বিষয়গুলো জানা কিংবা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল (চিরসবুজ) রাখবেন যে আমার কাছ থেকে একটি হাদীস শুনলো, তা সংরক্ষণ করলো এবং তা অপরের কাছে পৌঁছে দিলো।" (তিরমিযী শরীফ-২৬৫৭)

"অনুসরণের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের সেই সব লোকদের জন্য রয়েছে উত্তম উদাহরণ যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং শেষ দিনের (সফলতার) আশা পোষণ করে এবং বেশী বেশী আলোচনা করে আল্লাহকে।" (সূরা আহযাব : ২১)

আমাদের করণীয়–

(১) আমাদেরকে প্রতিদিন ২/৩ টি হাদীস পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(২) হাদীস জানার সাথে সাথে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) রাসূল (সা.) অনেক কষ্ট স্বীকার করে উম্মতের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন, বলে গেছেন। রাসূলের (সা.) সেই রেখে যাওয়া শিক্ষাকে কত হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সাহাবী, তাবেঈরা সংগ্রহ করেছেন আমাদের সুবিধার্থে। আমরা কতই না হতভাগ্য মুসলমান! রাসূলের সেই মূল্যবান কথাগুলো জানার বা মানারই চেষ্টা করলাম না। অথচ কাল কেয়ামতে রাসূলের শাফায়াতের আশা করি কত সহজেই।

www.nagorikpathagar.org

(৩) ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ঃ "রাতের কিছু সময় জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত নফল ইবাদতের চাইতেও উত্তম।" (মিশকাত শরীফ-২৩৯)

রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে তা তার জন্য পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।" (তিরমিযী/মিশকাত শরীফ-২১০)

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "হেদায়াত এবং জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এর উদাহরণ এ রকম যেন মাটির উপর প্রচুর বৃষ্টি হলো। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর তা ঐ পানি গ্রহণ করলো। ফলে অনেক ঘাস এবং শস্য উৎপন্ন হলো। আল্লাহ তা দিয়ে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। মানুষ তা পান করে এবং পশুদেরকে পান করায় এবং সেচ করে ফসল উৎপাদন করে। আর কিছু এমন অনুর্বর মাটি এমন আছে, যার উপর দিয়ে প্রচুর বৃষ্টি হলেও তা পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপাদন করে না। এটাই হল, এর উদাহরণ, যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান আহরণ করে এবং তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে লাভবান হয়। আর অন্যদিকে কিছু লোক আছে এমন যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে না এমনকি তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না। ফলে তারা হেদায়াতও পায় না। আমাকে (রাসূল (সা.) কে আল্লাহ যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা আমি নিজে শিক্ষা করি এবং অন্যকে শিক্ষা দিই।" (বুখারী শরীফ-৭৯নং হাদীস)

ইউরোপে খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরীটি ছিল রাণী ইসাবেলার। যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিলো মাত্র ২০১। ঠিক সে সময়ে ফাতেমীয় সম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিলো ১০ লক্ষ বই। সেই জ্ঞান অর্জনের পথ থেকে দূরে সরে আজকে মুসলমান জাতির এই অধঃপতন নেমে এসেছে।

তাই মুসলমানদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ গবেষক, মুজতাহিদের লিখিত বইগুলো পড়ার অভ্যাস করতে হবে। এটি আমাদের ইসলামকে আরো সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

আমাদের করণীয় হল, প্রতিদিন ১০/২০ পৃষ্ঠা ইসলামী সাহিত্য পড়ার অভ্যাস আমাদের তৈরি করতে হবে।

ইসলাম সম্পর্কে নিজের এবং অন্যের জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া আমাদের জন্য সহজ হবে এই বই পড়ার মাধ্যমে।

(৪) নিয়মিত নামায পড়া ঃ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অনুভূতি নিয়ে বিনয়ের সাথে গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়তে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহর দিকে অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা রূম : ৩১)

আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমার উম্মতের জন্য ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের নিকট অঙ্গীকার করেছি, যে ব্যক্তি সময়ানুবর্তিতার সাথে নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযতকারী হিসেবে আমার কাছে আসবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে নামাযসমূহের হেফাযত করবে না তার জন্য আমার নিকট কোন অঙ্গীকার নেই।" (সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ) সিহাহ সিত্তাহ হাদীসে কুদসী-হাদীস নং-১৮)

আবু হুরায়রা (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। সব কিছু জানা সত্ত্বেও আমাদের রব সেদিন ফেরেশতাদের বলবেন ঃ আমার বান্দার (ফরয) নামাযের (রেকর্ড) দেখো। সে কি তা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছে নাকি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে? যদি তার (ফরয) নামায নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়, তবে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছে বলে লেখা হবে। আর যদি তাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ দেখো, আমার বান্দার কি নফল নামায রয়েছে? যদি নফল নামায পাওয়া যায়, তবে বলবেন: আমার বান্দার নফল নামায দ্বারা ফরয নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করে দাও। অতঃপর এভাবেই হিসাব গ্রহণ কর। এভাবে প্রতিটি আমলের (যেমন যাকাত, সাওম ইত্যাদি)।" (সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী/সিহাহ সিত্তাহ হাদীসে কুদসী-হাদীস নং ২২) এভাবে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার নামাযের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমাদের নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস করতে হবে। আর পুরুষদেরকে অবশ্যই জামাআতে নামায পড়ার অভ্যাস করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, "জামাআতের সাথে নামায একাকী নামায থেকে ২৭ গুন বেশী ফযিলতের অধিকারী।" (সহীহ আল বুখারী/মুসলিম/হাদীসের আলোকে মানব জীবন ২৮ নং হাদীস ১ম খণ্ড)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "ঘরে যদি শিশু সন্তান ও নারীরা না থাকতো তা হলে আমি এশার নামায শুরু করে যুবকদের পাঠিয়ে দিতাম তাদের ঘরে (যারা নামাযে আসে না) আগুন দিয়ে আসতে। (আহমাদ/ হাদীসের আলোকে মানব জীবন-৩১ নং হাদীস)

www.nagorikpathagar.org

(৫) দাওয়াতী কাজ ঃ জ্ঞান হচ্ছে আলোর মতো। যার কাজ চারপাশের অন্ধকার দূর করা। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে আমাদের অন্ধকার জীবনে যে জ্ঞানের আলো অর্জিত হলো তখন সাথে সাথেই আমাদের দায়িত্ব হবে আমাদের চারপাশে আরো যারা রয়েছে (প্রতিবেশী, বন্ধু, কাছের-দূরের, চেনা-অচেনা) তাদের জীবনের অন্ধকার দূর করা। আজো এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন চাঁদে পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছে ঠিক তখনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে কতই না ভ্রান্তি। স্রষ্টা এবং তাঁর আদেশ নিষেধগুলো জানার ব্যাপারে কতইনা অলসতা কতইনা বিভ্রান্তি আমাদের। স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত, স্বামীর পারমিশন ছাড়া দ্বীনি বৈঠকে গেলে কবিরা গুনাহ, ভ্রু কাটা জায়েয কিন্তু চুল কাটলে যেনার মতোই গুনাহ-এমনি কত কত কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত। শুধুমাত্র ইসলামের একটি বিধান যাকাত অস্বীকার করার কারণে আবু বকর (রা.) ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এর সেই আহ্বানকে মেনে নিয়ে ভণ্ড নবীর সাথে জিহাদে এত অগণিত কুরআনে হাফেয যোগ দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন যে তাদের অবর্তমানে কুরআন বিলুপ্তির ভয়ে ওমর (রা.) কুরআন গ্রন্থবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর আজকে প্রতিদিন কত কত কুরআনের বিধানের অবমাননা হয়। আমরা মুসলমান হয়েও প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা মুখে কুলুপ এঁটে থাকি। দ্বীনকে বুঝার ক্ষেত্রে এত বিভ্রান্তি, চিন্তার এত অস্পষ্টতা, সমাজের এই ভুলে ভরা হৃদয়ের দরজায় দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে কড়া নাড়তে হবে আমাদেরকে।

আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এসব ইবাদতের মাঝেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি। কিন্তু রাসূল (সা.) এর জীবন থেকে জানা যায় নবুওত লাভের ১২ বছর পর মিরাজের সময় ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ আসে। রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয করা হয়েছে হিজরতের পর মদীনাতে। কিন্তু রাসূল (সা.) এর কাছে যখন আসমানী ওহী অবতীর্ণ হতে শুরু করে তখন সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সা.) যখন ওহী নাযিলের আকস্মিকতায় কিছুটা বিব্রত হয়ে ঘরে এসে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়েন। পরবর্তীতে সূরা মুদ্দাসসির নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাজ কি হবে তা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন, "উঠুন এবং লোকদের সতর্ক করুন এবং আপন রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" (সূরা মুদ্দাসসির : ২-৩)

শুধু এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ জানিয়ে দেন– "তার চাইতে কার কথা আর উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।" (সূরা হামিম আস সাজদা : ৩৩)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে ডাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এরূপ কাজ করবে তারাই সফলকাম হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

একই ধরনের নির্দেশ আরো একাধিকবার দেয়া হয়েছে– "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের কর্মক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আবার রাসূল (সা.) নিজেও বলেন, "আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।" (বুখারী শরীফ-৩৪৬১)

সুতরাং আমরা বুঝে গেলাম নিজের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আশেপাশের সাথী, বন্ধু, প্রতিবেশী, চেনা, অচেনা সবার কাছে আল্লাহর দ্বীনকে জানানো আমাদের একজন মুসলিম হিসেবে ঈমানী দায়িত্ব।

"যে আমলের দ্বারা ইসলাম তার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর কোন জাতি বা বৃহৎ কোন শক্তি ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে পারবে না, যে আমল না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত পরমাণু শক্তি এক সঙ্গে হয়েও, সমস্ত পরমাণু ক্ষমতার অধিকারী হয়েও মুসলমানরা ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে সামর্থ্য হবে না, সেই গুরুত্বপূর্ণ আমলটির নাম নামায, রোযা, হজ্জ কিংবা যাকাত নয়। বরং শুধুমাত্র দাওয়াতী কাজ।...

...নবী (সা.) এর নির্দেশ পালনার্থে সাহাবীর মধ্যে লক্ষাধিক সাহাবী দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে গেলেন। জন্মভূমিতে তারা আর কখনো ফিরে আসেননি। বেশীর ভাগ সাহাবী আরব হওয়া সত্ত্বেও জাযিরাতুল আরবের মাটির নীচে ঐতিহাসিকদের মতে ২০ হাজারেরও কম সাহাবীর কবর রয়েছে। লক্ষাধিক সাহাবী পৃথিবীর আনাচে কানাচে আজো শুয়ে আছেন। তাদেরই কুরবানীর ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে ইসলামের আওয়ায পৌঁছে গেছে।...

আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) মদীনা থেকে অনেক দূরে দাওয়াতের কাফেলায় ছিলেন। সে সফর থেকে তিনি আর আপনজনদের কাছে ফিরে আসেননি। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার সাথীদের অসিয়ত করে বলেছিলেন, হে রাসূলের সাথীগণ! আমার মৃত্যু আসন্ন। আল্লাহর শোকর! দাওয়াতের জন্য আমি জন্মভূমি

www.nagorikpathagar.org

থেকে এসেছিলাম। দাওয়াতের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছি। আমার ইন্তেকালের পর তোমরা সাথে সাথে আমার লাশ দাফন করবে না। তোমরা দাওয়াতের কাফেলায় আমার লাশও কিছুদূর বহন করে নিয়ে যাবে। আমি যেন আল্লাহকে বলতে পারি- মৃত্যুর পরে আমার লাশও শামিল ছিলো দাওয়াতে দ্বীনের মিছিলে। (দাওয়াতে দ্বীন-অধ্যাপক মফিজুর রহমান)

নূহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছিলেন নিজ জাতিকে। ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনা থেকে জানা যায়, নূহ (আ.)কে তার জাতির লোকেরা দ্বীনের দিকে তাদেরকে আহ্বান করার কারণে এত মারতো যে, তিনি মারের চোটে জ্ঞান হারিয়ে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এরপর তারা তাকে একটি কম্বলে জড়িয়ে ঘরে রেখে যেত। তারা মনে করতো তিনি মরে গেছেন। পরের দিন যখন চেতনা ফিরে আসতো আবার তিনি জাতিকে নতুন উদ্যমে দ্বীনের পথে ডাকতেন।

দাওয়াতী কাজ উত্তম সদাকায়ে জারিয়া। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হেদায়াতের আহ্বান জানাবে, সেও হেদায়াত অনুসরণকারীর সমান সওয়াব পাবে। তবে এ দু'জনের কারও সওয়াবেরই কমতি হবে না।" (মুসলিম শরীফ/রিয়াদুস সালেহীন-১৩৮২ নং হাদীস)

দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অল্প কাজে বেশী সওয়াব লাভ করা যায়। যেমন– কেউ যদি কাউকে ভালো কাজের দাওয়াত দেয় তবে তিনি সেই ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবেন। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে কাউকে যদি কুরআন শেখানো হয়, কাউকে নামাযী বানানো যায় তবে তিনি যতদিন সেই আমল করবেন দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিও ততদিন সওয়াব পেতে থাকবেন।

এভাবে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে যিনি অন্যকে যত নেক কাজের অভ্যাস সৃষ্টিতে সাহায্য করবেন তিনিও সেই আমলকারীর মতো সওয়াব পাবেন। তাই দাওয়াতী কাজ সকল মুসলমানের জন্য ফরয করা হয়েছে।

আমাদের করণীয়–

(১) পরিকল্পিতভাবে চারপাশের মানুষদের (চেনা অচেনা, প্রতিবেশী, বন্ধু, কাছের দূরের) কাছে দাওয়াত পৌছাতে হবে।

(২) অন্যকে যা উপদেশ দেবো একজন দায়ী' হিসেবে নিজেও তা মেনে চলার চেষ্টা করবো।

(৩) কারো কড়া কথার জবাবেও উত্তম ব্যবহার করবো।

(৪) তাদের সাথে প্রতি মাসে অন্তত ২ বার যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবো।

www.nagorikpathagar.org

(৬) সঙ্গী যোগাযোগ ঃ আমার নিজের চাইতে দ্বীন সম্পর্কে যিনি বেশী জানেন তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে। যাতে নিজের মানকে আরো উন্নত করা যায়। পাশাপাশি যাদেরকে আমি জাহেলিয়াতের গলি পথ থেকে আলোর পথে এনে দাঁড় করিয়েছি তাদেরকে জান্নাতের গন্তব্য পথ ধরে কাঙ্ক্ষিত মনজিলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। না হয় তিনি পথের শুরুতেই ঘুরপাক খেতে থাকবেন। রাসূল (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি নিজের জন্য (কেয়ামতের দিন) সহজ হিসাব পেতে চায় তার উচিত নিজের অন্য ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা।" (মুনাব্বিহাত-পৃ.৬৩)

মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং লক্ষ্য করবে সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (তিরমিযী শরীফ-২৩৮১)

রাসূল (সা.) আরো বলেন, "মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না।" (তিরমিযী শরীফ-২৩৯৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি নিজকে তাদের সঙ্গে সংযত রাখো, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভুকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি খুঁজে আর দুনিয়াবী জীবনের চাকচিক্য কামনায় তোমাদের দৃষ্টি যেন তাদের দিক থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যদিকে ছুটে না যায়।" (সূরা কাহাফ : ২৮)

"সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর। পরস্পর দলাদলিতে পড় না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

মূলত জাহেলিয়াতের চতুর্মুখী আক্রমণ, দুনিয়াবী লোভ-লালসা, বাতিলের ভয়-ভীতি, কারো টিটকারি, বিদ্রূপ, প্রিয়জনের মোহ এগুলো অনেক সময় দ্বীনি কাজে পিছুটান তৈরি করে মনের ভেতর। তাই এ সময় একদল নেক সাথীর সাথে সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া নিজের আমলী জিন্দেগিকে উন্নত করতে ও অন্য দ্বীনি সাথীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। রাসূল (সা.) এর অনুপম জীবনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাহাবীদের যে জান্নাতী কাফেলা তৈরি হয়েছিল তারা দ্বীনের কাজে একজন আরেকজনের জন্য ছিলেন উত্তম সাহায্যকারী বন্ধু। তাইতো ইসলামের প্রথম যুগে দ্বীনের পথে নির্যাতিত সাথীদের কাফেরদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে আবু বকরের ভূমিকা আজো ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "মুমিন মুমিনের আয়নাস্বরূপ। তার মাঝে যদি সে কোন দাগ দেখতে পায় তবে যেন তা দূর করে দেয়।" (তিরমিযী শরীফ-১৯৩৫)

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা ভাই-বন্ধুর সংখ্যা বাড়াও। কেননা কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মুসলমান ভাই তার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করবে।" (এ হাদীস শাওকানী র. আলফাওয়ায়েদু মাজমুআ'ত বইয়ের ৫১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।)

তাই বেশী বেশী নেক সাথীদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। তাদের সাথে মেলামেশা ও উঠা বসা করা উচিত।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, "দুনিয়ার জীবনে যে যাকে ভালবাসবে কেয়ামত দিবসে সে তার সাথেই থাকবে।" (তিরমিযী শরীফ-২৩৯০/মুসলিম শরীফ-৬৫২১)

এ সম্পর্কের গুরুত্ব দিয়ে রাসূল (সা.) বলেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ ডেকে বলবেন যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসতে আজ তারা কোথায়? আজকে তাদেরকে আমার ছায়ার নীচে আশ্রয় দেব। আজ আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।" (মুসলিম/তিরমিযী শরীফ-২৩৯৪)

অনেক সময় নিজের ভুলগুলো আমাদের নিজের চোখে পড়ে না। তাই অন্য কেউ যদি আন্তরিকতার সাথে দরদপূর্ণ ভাষায় সে বিষয়টি ধরিয়ে দেন তা হলে নিজকে সংশোধন করা ব্যক্তির জন্য অনেক সময় সহজ হয়ে যায়। তবে আয়না যেমনি তার সামনে দাঁড়ালেই কেবল দোষগুলো তুলে ধরে। কিন্তু সম্মুখ থেকে সরে গেলে আর দোষ বলে দেয় না তেমনি অন্য ভাইয়ের দোষের কথা সে চলে গেলে পেছনে পেছনে বলে বেড়ানো ঠিক নয়।

আবার খারাপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "(তখন হুকুম দেয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব যালিমকে, তাদের সাথীদেরকে এবং ঐসব মা'বুদকে যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করতো। তারপর তাদের সবাইকে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও। (এরপর বলা হবে) তাদেরকে একটু থামাও। তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। তোমাদের কি হয়েছে? এখন কেন একে অপরকে সাহায্য করছো না? আরে একি ব্যাপার! এরা তো নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একে অপরকে আসামি হিসেবে) সোপর্দ করে দিচ্ছে। এরপর তারা একে অপরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং একজন আরেকজনের সাথে বিতর্ক শুরু করে দেবে। (অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে) তোমরা আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (নেতারা জবাবে বলবে) না, বরং তোমরা নিজেরাই মু'মিন ছিলে না। তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলো না।

www.nagorikpathagar.org

বরং তোমরা বিদ্রোহী কওম ছিলে। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের হুকুমের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমাদেরকে অবশ্যই আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।" (সূরা সাফফাত : ২২-৩১)

"আমি তাদের উপর এমন কিছু সাথী চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর বানিয়ে দেখাত। শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও আযাবের ঐ ফায়সালাই জারি হয়ে গেল যা তাদের আগে গত হওয়া জিন ও মানুষের বহু দলের উপর জারি করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।" (সূরা হামিম আস সাজদা : ২৫)

"তাদের একজন বলবে, "দুনিয়ায় আমার একজন সঙ্গী ছিলো। সে আমাকে বলতো, তুমিও তাদের মধ্য শামিল নাকি, যারা সত্যকে মেনে নিয়েছে? আমরা যখন মরে যাবো ও মাটির সাথে মিশে যাবো এবং শুধু হাড্ডি থেকে যাবে, তখন কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে? (ঐ লোকটি অন্যদেরকে) বলবে এখন ঐ ভদ্রলোক কোথায় আছে, তা-কি আপনারা জানেন? এ কথা বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে, অমনি সে তাকে দোযখের একেবারে নিচে দেখতে পাবে। সে তাকে সম্বোধন করে বলবে আল্লাহর কসম! তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিচ্ছিলি। যদি আল্লাহর মেহেরবানি না হত তা হলে আজ আমিও ঐ লোকদের মধ্য শামিল হয়ে যেতাম, যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে।" (সূরা সাফফাত : ৫১-৫৭)

"(তারপর একটু খেয়াল করে দেখ ঐ সময়ের কথা) যখন এসব লোক দোযখে একে অপরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে, তখন দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিলো তারা ঐ লোকদের বলবে, যারা দুনিয়ায় বড় সেজে বসে ছিলে আমরা তো তোমাদের কথা মতই চলতাম। এখন এখানে আমাদেরকে কি তোমরা দোযখের কষ্টের কিছু হিস্যা থেকে বাঁচাবে? নেতারা তখন জবাবে বলবে, আমরা সবাই এখন একই অবস্থার মধ্যে আছি।" (সূরা মু'মিন : ৪৭)

"তারপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! যে আমাদেরকে এ পরিণতিতে পৌছার ব্যবস্থা করেছে তাদেরকে দোযখে দ্বিগুন আযাব দিন।" (সূরা সোয়াদ : ৬১)

এভাবে খারাপ সাথী এবং খারাপ নেতাদের কারণে দুনিয়ার জীবনে মানুষ যেরকম ভুল পথে পরিচালিত হবে। সেই সাথে জাহান্নামের ইন্ধনও হবে। তাই খারাপ নেতা ও সাথীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

(৭) তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ঃ একটি ভালো বই অনেক সময় মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। তাই সমাজের মানুষের কাছে সঠিক দ্বীনি জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে কুরআনের তাফসীর, হাদীস এবং ইসলামী বই অন্যকে পড়তে দেবার অভ্যাস করতে হবে।

(৮) দ্বীনি আসরে যোগদান ঃ রাসূল (সা.) এর যুগে সাহাবীরা নিয়মিত রাসূলের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সবাই একত্রিত হতো। আবার রাসূলের ইন্তেকালের পর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), আয়েশা (রা.) প্রমুখের কাছে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য একত্রিত হত।

একটি হাদীসে এসেছে– "যে মানুষকে কল্যাণকর ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকে তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও আসমান জমিনের অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত দু'আ করে।" (তিরমিযী/মিশকাত শরীফ-২০৩)

আরো একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য পথে বের হবে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সুগম ও সহজ করে দেবেন।" (তিরমিযী শরীফ-২৬৪৭)

রাসূল (সা.) আরো বলেন, "আর যখন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তাঁর উপর শিক্ষামূলক আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক মহাপ্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর ফেরেশতারা তাদের সেই মজলিসকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন।" (মুসলিম শরীফ-৬৬৬১)

আবু ওয়াকেদুল লাইছী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (সা.) মসজিদে থাকাকালীন ৩ জন লোক আসলো। তাদের ২ জন রাসূল (সা.) এর দিকে অগ্রসর হলো এবং অন্যজন চলে গেল। তাদের দু'জনের একজন হালকার (দ্বীনি আসর) মধ্যে জায়গা করে সেখানে বসে গেল। অন্যজন এক প্রান্তে গিয়ে বসলো। আর তৃতীয়জন পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। রাসূল (সা.) ভাষণ শেষে বললেন, আমি তোমাদেরকে এই আগত তিন ব্যক্তির অবস্থা শোনাবো নাকি? তাদের একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলো। আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন সংকোচ করলো। আল্লাহও তার ব্যাপারে সংকোচ করলেন। আর তৃতীয় জন পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (বুখারী শরীফ-৪৫৪)

www.nagorikpathagar.org

মহিলাদের দ্বীনি আসরে যোগদানের গুরুত্ব

(ক) আল্লাহর জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার জন্য ঃ হাদীসে এসেছে, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।" (ইবনে মাজাহ/হাদীস শরীফ-১ম খণ্ড, ইলম অধ্যায়)

এই হাদীসে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ফরয এ কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই নারী পুরুষ উভয়কেই দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়- কাল কেয়ামতে আদম সন্তানকে ৫টি প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া এক বিন্দু নড়তে দেয়া হবে না। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন তার জ্ঞান কোন কাজে লাগিয়েছে?" (তিরমিযী শরীফ-২৪২০)

এই প্রশ্ন নারী পুরুষ উভয়কেই করা হবে। তাই নারী যদি দ্বীনি জ্ঞান অর্জন না করেন তবে তিনি কি করে এ প্রশ্নের জবাব দেবেন?

(খ) পরিবারে দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ঃ একজন নারী সার্বক্ষণিক সন্তানদের সঙ্গ দেন। সন্তানরা মায়ের আচরণ দিয়ে বেশী প্রভাবিত হয়। মায়ের দ্বীনি শিক্ষা খুব সহজে সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। তাই একজন নারীর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন একটি পরিবার তথা একটি নৈতিক সমাজ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে। সেজন্য নারীদের অবশ্যই দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে হবে। তাই যে সব নারীদের দ্বীনি জ্ঞান কম তারা দ্বীনি আসরে যোগদান করে নিজেদের জ্ঞানের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারেন।

(গ) আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) কাছে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা ঃ নারীরা এমনকি পুরুষরাও আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) কাছে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য যেতেন। এই কাজ যদি নাজায়েয হত তখন তিনি নিষেধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

(ঘ) নেতা কর্তৃক মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান দান ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) কে সাক্ষী রেখে বলছি অথবা রাবী আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.) কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, রাসূল (সা.) বেলাল (রা.) কে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভাবলেন তিনি মহিলাদের কিছু কথা বলেননি। তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দান করলেন এবং সদাকার হুকুম দিলেন। মহিলাগণ তখন তাদের কানের দুল হাতের আংটি খুলে ফেলতে লাগলো। আর বেলাল (রা.) সেগুলো সংগ্রহ করে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিতে লাগলেন। (বুখারী শরীফ-৯৭)

www.nagorikpathagar.org

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান দান করতেন।

(ঙ) মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পৃথক দিন ধার্য ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহিলারা রাসূল (সা.) কে বললো, (আপনার কাছ থেকে সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে) পুরুষগণ আমাদের পরাজিত করে রেখেছে। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি তখন তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করার ওয়াদা করলেন। সে দিন তিনি মহিলাদের জন্য উপদেশ দিতেন। (বুখারী শরীফ-১০০)

এই হাদীস থেকে জানা যায় মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য দিন ধার্য করা সহীহ হাদীস থেকে সমর্থিত।

(চ) ঈদের নামাযে মহিলাদের যোগদান ঃ উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হত যে, আমরা যেন ঋতুবতী মহিলা ও পর্দানশীল মহিলাদের ঈদের দিন বাইরে নিয়ে আসি। যাতে তারা মুসলমানদের আসরে ও দু'আয় শামিল হতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা নামাযের স্থান থেকে দূরে সরে থাকতো। জনৈক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূল (সা.)! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি তখন বললেন, "তার সাথীদের উচিত তাকে ওড়না ধার দেয়া।" (বুখারী শরীফ-৩৩৮)

এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম দ্বীনি প্রয়োজনে মহিলারা অবশ্যই বাইরে আসতে পারবে।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) তার পিতা থেকে বলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বারণ না করে অথবা তাকে সে যেন বাধা না দেয়।" (বুখারী শরীফ-৮২৪)

(ছ) নারীদের জিহাদের ময়দানে যোগদান ঃ আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) উম্মে হারাম বিনতে মিনহালের বাড়ীতে যেতেন ও খাবার খেতেন। উম্মে হারাম উবাদাহ ইবনে ছামেতের স্ত্রী ছিলেন। একদিন রাসূল (সা.) তার বাড়িতে গিয়ে খাবার খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলাম হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মাত্র আমি স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখলাম। তারা শাহী জাঁকজমকে সমুদ্রের মাঝে জাহাজে আরোহী হিসেবে সিংহাসনে বসা ছিলো।

www.nagorikpathagar.org

উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে রাসূল (সা.)! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল (সা.) তার জন্য দু'আ করলেন। তারপর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং একটু পরে আবার হাসিমুখে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেন– হে রাসূল (সা.)! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন– এই মাত্র স্বপ্নে আমার কিছু সংখ্যক উম্মতকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। এভাবে তিনি আগের স্বপ্নটিই বর্ণনা করলেন। উম্মে হারাম বললেন, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আমিও তাদের মধ্যে শামিল হতে পারি। রাসূল (সা.) তখন বললেন– তুমি প্রথমদের মধ্যে আছো। এরপর উম্মে হারাম মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনামলে জিহাদের উদ্দেশ্যে জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা করেন এবং ফিরে এসে জাহাজ থেকে অবতরণকালে সওয়ারি জন্তুর উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। (বুখারী শরীফ-২৫৮৪)

এ থেকে আমরা নৌ সেনা হিসেবে নারীদের যোগদানের ঘটনা জানতে পারি।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের (যুদ্ধের) দিন লোকজন যখন রাসূল (সা.) কে রেখে জিহাদের ময়দান থেকে পালাচ্ছিল এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো, তখন আমি দেখলাম, আবু বকরের মেয়ে আয়েশা এবং উম্মে সুলাইম তাদের (পরিধেয়) কাপড়ের (নীচের দিক) টেনে ধরেছেন যে কারণে তাদের পায়ের গোছা আমার চোখে পড়ছিল। এমতাবস্থায় তারা উভয়েই পানি ভর্তি মশক পিঠে করে নিয়ে আহত লোকদের মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন। তা খালি হলে আবার ভর্তি করে এনে লোকদের দিচ্ছিলেন। (বুখারী শরীফ-২৬৭১)

মু'আওয়িযের কন্যা রুবাই (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে জিহাদে শরীক হয়ে আহতদের পানি পান করাতাম। তাদেরকে সেবা যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।" (বুখারী শরীফ-২৬৭৩)

(জ) প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া ঃ আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে সাওদাহ বিনতে যাম'আ (প্রয়োজনবশত) বাইরে গেলেন। ওমর (রা.) তাকে দেখলেন এবং চিনতে পারলেন। তিনি বলেন- আল্লাহর কসম, হে সাওদাহ! আপনি নিজকে আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারেননি। তখন তিনি রাসূল (সা.) এর কাছে ফিরে আসলেন এবং এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল (সা.) রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় তার কাছে ওহী নাযিল হলো, যখন ওহী নাযিলের অবস্থা দূর হলো তখন রাসূল (সা.)

www.nagorikpathagar.org

বললেন, "হে মহিলাগণ! প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।" (বুখারী শরীফ-৪৮৫৭)

অনেকে মনে করেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীদের দ্বীনি আসরে যোগদান করা কবিরা গুনাহ। আবার কেউ কেউ বলেন, মহিলাদের ঘরে থেকে ১ মাইল দূরত্বে বের হওয়া কবিরা গুনাহ। যদি সেটা দ্বীনি আসরও হয়।

কিন্তু উপরের সহীহ হাদীসের দলিল থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে মহিলাদের দ্বীনি বৈঠকে বা দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ শুধু উপকারীই নয় বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আর যারা ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয়টিকে নাজায়েয বলতে চান তাদেরকে বুঝতে হবে আজকের যুগে এমন একজনও নারী খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, কেনাকাটা করতে, বাচ্চার স্কুলের কাজে, ডাক্তার দেখাতে, বেড়াতে যেতে ইত্যাদি কাজে কখনো ঘর থেকে বের হন না। যদি নিজের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণে নারীরা ঘর থেকে বাইরে যেতে পারেন তবে আখেরাতের পুঁজি অর্জনে, নিজে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে বা কাউকে শিক্ষা দিতে কেন বের হতে পারবেন না? রাসূলের যুগে মহিলারা প্রয়োজনে জিহাদে অংশ গ্রহণের ঘটনাও আমরা সহীহ হাদীস থেকে পাই। তাই যারা নারীকে মিথ্যা ফতোয়া দিয়ে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে চান তারা মূলত গুনাহের কাজই করছেন। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে নারীরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হলে স্বামী বা সক্ষম অভিভাবক বা বিশ্বস্ত মহিলা সাথীদের সাথে যাতায়াত করতে পারলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোন ভয় থাকে না।

সুমাইয়া রামাদানের কাছে দ্বীনি আসরে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এক বোনের পরিবারে জান্নাতী পরিবেশ তৈরির সত্য ঘটনাও আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

(৯) পারিবারিক বৈঠক ঃ অসুস্থ সন্তানের মাথার কাছে রাত জাগা মায়ের আকুলতা। পরিবারের সুখময় পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাবা কিংবা স্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমই বলে দেয় এই বন্ধনগুলো কতটা ভালোবাসার। জ্বর আক্রান্ত সন্তানের মাথার কাছে রাত জাগা পেরেশান মা কি কখনো ভেবে দেখেছেন– কেমন লাগবে যখন দিনের পর দিন নামায না পড়ার জন্য এই প্রিয় সন্তানকেই অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। প্রিয়তমা স্ত্রী কি কখনো ভেবেছেন– তার অতিরিক্ত বিলাসিতার চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়ে হারাম উপার্জন করা স্বামীকে জাহান্নামের আগুন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অথবা দায়িত্বশীল স্বামীকে যদি

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞেস করা হয়- কেমন লাগবে যখন আপনার প্রিয় স্ত্রীকে আপনার নির্দেশে বেপর্দা চলার কারণে আপনাকে 'দাইয়ুস' হিসেবে গণ্য করা হবে।

এসব প্রশ্নের সমাধান জানিয়ে মহান রব ঘোষণা করেছেন- "তোমরা নিজেরা দোযখের আগুন থেকে বাঁচ। তোমাদের পরিবার পরিজনকেও বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম : ৬)

এই দায়িত্ব একজন মুমিন স্বামী, মুমিন স্ত্রী এবং মুমিন সন্তান সবার উপর। তাই পারিবারিক পরিবেশে মাঝে মাঝে দ্বীনি আলোচনার জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করা দরকার।

জাহেলিয়াতের মরণ ছোবল থেকে বাঁচতে আমাদেরকে আবু হুরায়রার (রা.) মত সন্তান হতে হবে যিনি তার মায়ের হেদায়াতের চিন্তায় আকুল হয়ে রাসূল (সা.) এর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। আমাদেরকে সেই আনাস (রা.) এর মাতা উম্মে সুলাইমের মত স্ত্রী হতে হবে যিনি তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণকেই নিজের মোহরের মূল্য হিসেবে দাবি করেছিলেন। আমাদেরকে খাদিজার (রা.) মত সেই স্ত্রী হতে হবে যিনি রাসূলের দ্বীন কায়েমের যাত্রা পথে নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন।

"(হে নবী) নিজের নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে ভয় দেখান এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করছে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। কিন্তু তারা যদি আপনার নাফরমানি করে, তা হলে তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যা কিছু করছো আমি তার জন্য দায়ী নই।" (সূরা শোয়ারা : ২১৪-২১৬)

রাসূল (সা.) উপরিউক্ত আয়াত নাযিলের পর তাঁর আত্মীয় স্বজনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, হে আব্বাস, হে রাসূলের ফুফু সাফিয়া, মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদের বাঁচানোর ব্যবস্থা কর। আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবো না। অবশ্য আমার মাল সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা নিতে পারো।" (তিরমিযী শরীফ-২৩১৩)

তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- "আমি আল্লাহর আযাব আসার আগেই তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা তা থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা কর। আল্লাহর মুকাবেলায় আমি তোমাদের কোন উপকারেই আসবো না। কেয়ামতের দিন আমার আত্মীয় হবে কেবল মুত্তাকী লোকেরা। এমন যেন না হয় যে অন্য লোকেরা তো নেক আমল সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে। আর তোমরা হাজির

www.nagorikpathagar.org

হবে দুনিয়ার পাপের বোঝা নিয়ে। তখন তো তোমরা মুহাম্মদকে ডাকবে। কিন্তু আমি তো তখন তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব। দুনিয়ায় তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে এ কথা ঠিক। আর এখানে আমি সে আত্মীয়তার হক সর্ব প্রকারে আদায়ও করবো।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী/ মিশকাত-৫০১৭)

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রত্যেককেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও দায়িত্বশীল তাকে প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার নিজের ঘরের দায়িত্বশীল এবং সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। স্ত্রী স্বামী এবং সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। অতএব সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।" (বুখারী শরীফ-৬৬৪২/আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.)

আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন– "হে আমাদের পরোয়ারদেগার আমাদের স্ত্রী পরিজন ও সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানাও।" (সূরা ফুরকান : ৭৪)

দুনিয়ার জীবনে যারা পারিবারিক পরিবেশে ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলতে পেরেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

"তারা নিজেরাও সেখানে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ আমল করেছে তারা তাদের সঙ্গী সেখানে যাবে। চারদিক থেকে ফেরেশতাগণ তাদের সংবর্ধনা জানাতে আসবে এবং তাদেরকে জানাবে, তোমাদের প্রতি শান্তি তোমরা দুনিয়াতে যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছিলে তারই বদলে তোমরা এর অধিকারী হয়েছ কাজেই কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর।" (সূরা রা'দ : ২২-২৩)

অতিরিক্ত ভালোবাসা বা প্রিয়জনের মায়ার টানে যারা আল্লাহকে ভুলে দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরে যান তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে রয়েছে কতক তোমাদের শত্রু, তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাক।" (সূরা তাগাবুন : ১৪)

পরিবারে জান্নাতী আবহ তৈরির জন্য পারিবারিক বৈঠক খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

আমাদের সমাজে অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি আছেন স্ত্রী দ্বীনের পথে অগ্রসর হলে

www.nagorikpathagar.org

পরিবার চলবে কি করে তাই স্ত্রীকে দ্বীনের কাজে বাধা দেন বা নিরুৎসাহিত করেন। তার মানে কি এটাই যে আপনি নিজের আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহের জন্য কাজ করবেন আর স্ত্রী'র আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় বাদ দিয়ে তাকে কেবল দুনিয়ার কামাইয়ে ব্যস্ত রাখবেন। বেচারি স্ত্রী'র কি অন্ধকার কবরে আলোর প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে দু'জন পরিকল্পিতভাবেই দ্বীনের ময়দানে সময় দিন। একজন দ্বীনি কাজে বের হলে অন্যজন ঘর সংসারের কাজে, বাচ্চাদের দেখাশুনা, লেখাপড়ায় সাহায্য করুন। তা হলে দ্বীন ও পরিবার দু'টো জায়গায় ভারসাম্য থাকবে। আবার অনেক স্বামী আছেন যিনি নিজেও দ্বীনের ব্যাপারে গাফেল। স্ত্রী সন্তানদেরও দ্বীনি শিক্ষা দেন না। তাদেরকেও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ কারও ভার বহন করবে না। যদি কোন বোঝা বহনকারী (পাপের বোঝা) তার বোঝা উঠানোর জন্য কাউকে ডাকে, তা হলে তার বোঝার সামান্য অংশ বহন করার জন্যও একটু এগিয়ে আসবে না। সে তার নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন।" (সূরা ফাতির : ১৮)

আবার একই ধরনের কথা অন্য সূরাতেও এসেছে–

"অবশেষে যখন সেই কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার মতো আওয়ায হবে সেদিন মানুষ তার ভাই, মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন তাদের একেকজনের উপর এমন (কঠিন) সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া কারো খবর থাকবে না।" (সূরা আবাসা : ৩৩-৩৭)

আবার অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! তোমাদের রবের গযব থেকে নিজকে বাঁচাও এবং ঐ দিনের ভয় কর, যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বদলা দেবে না এবং কোন সন্তানও তার পিতার পক্ষ থেকে বদলা দেবে না।" (সূরা লুকমান : ৩৩)

"সে দিনটি (হাশরের দিন) এমন, যখন কোন নিকটাত্মীয় তার কোন নিকটতম আত্মীয়েরও কোন কাজে আসবে না।" (সূরা দুখান : ৪১)

(১০) সমাজ সেবা ঃ একজন মুসলমান কখনো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা হতে পারে না। তাই সমাজে অবস্থানরত সবার সুখ-দুঃখে ও বিপদ-আপদে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা বলবেন, "হে আদম সন্তান! আমার অসুখ করেছিল অথচ তুমি তো আমার সেবা করনি। সে বলবে– হে মাওলা! আপনি তো নিখিল জগতের রব, আমি কি করে আপনার সেবা করতে পারি? তিনি বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জান না যদি তার সেবা করতে তবে তার কাছেই আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। অথচ তুমি খাবার দাওনি। সে বলবে : হে আমার মালিক। আপনি তো রাব্বুল আলামীন। আপনাকে কেমন করে আমি খাবার দিতে পারি? তিনি বলবেন, তোমার কি স্মরণে নেই আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে তা দাওনি। তুমি কি জান না তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তবে আমাকেই দেয়া হত।

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে ওগো প্রভু! তুমি তো রাব্বুল আলামীন তোমাকে পান করানো কি আমার পক্ষে সম্ভব? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল অথচ তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে এর পুরস্কার আমার কাছেই পেতে।" (সহীহ মুসলিম/সিহাহ সিত্তাহ, হাদীসে কুদসী হাদীস নং-৪১)

হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদের পূর্বেকার কোন এক ব্যক্তির রূহের সঙ্গে ফেরেশতারা দেখা করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি কোন ভালো কাজ করে এসেছো? সে বললো- না। আমি কোন ভাল কাজ করে আসিনি। তারা বলবে মনে করে দেখ। সে বলবে- আমি মানুষকে কর্জ দিতাম। এরপর আমার কর্মচারীদের কর্জ আদায়ের জন্য পাঠানোর সময় বলতাম- যাদের অসুবিধা আছে তাদের সময় বৃদ্ধি করে দিও আর যারা অক্ষম তাদের মাফ করে দিও। (এ কথা শুনে) আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন : আমার বান্দার জন্যও দোযখকে মাফ করে দাও।" (সিহাহ সিত্তাহ, হাদীসে কুদসী-হাদীস নং-৪০/রিয়াদুস সালেহীন-১৩৭২)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোগীকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যায় একজন ঘোষক তখন ডেকে বলেন- তুমি আনন্দিত হও। তোমার পথ চলা কল্যাণের হোক। উচ্চ মর্যাদার হোক।" (তিরমিযী/রিয়াদুস সালেহীন-৩৬৩)

www.nagorikpathagar.org

(১১) আল্লাহর পথে সময় ব্যয় ঃ কেয়ামতের দিন আদম সন্তানকে ৫টি প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া এক বিন্দু নড়তে দেয়া হবে না। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন করা হবে তার জীবনের সময় কাল কোন কাজে লাগিয়েছে?

বরফের মতো করেই আমাদের জীবন থেকে সময়গুলো গলে যাচ্ছে। তাই আমাদের সময়কে সঠিক কাজে লাগানোর ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। একটি দিনে যদি ২৪ ঘন্টা সময় হয়। তবে এক মাসে ৭২০ ঘন্টা সময়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সময় ব্যয় করার পাশাপাশি আমাদেরকে এ সময় আল্লাহর পথে ব্যয় করার অভ্যাস করতে হবে। কেউ কেউ আছেন প্রতি ১৫ দিনে একটি দ্বীনি আসরে যোগদান করেন। এভাবে এক মাসে ২/৪টি দ্বীনি ইলম অর্জনের আসরে যোগ দেন। একটি আসরের সময় ৩ ঘন্টা করে হিসাব করলে ২টি আসর ৬ ঘন্টা সময়। আর ৪টি আসর হলে ১২ ঘন্টা সময়। এভাবে হিসাব করলে কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া, দ্বীনি সাথীদের সাথে আলাপ সব মিলিয়ে অনেকেরই এক মাসে ১৫/১৮ ঘন্টা সময়ের বেশী আল্লাহর পথে দেয়া হয় না। তা হলে হিসাব করে দেখুন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে আমরা সময়ের পুঁজি খাটাচ্ছি এক মাসে প্রায় ৭০৫ ঘন্টা সময়। আর অনন্তকালীন জীবনে জান্নাত লাভের জন্য আমরা সময়ের পুঁজি খাটাচ্ছি মাত্র ১৫ ঘন্টা সময়। বিষয়টি কি হাস্যকর মনে হয় না।

তাই প্রতিদিনই আমাদেরকে ব্যক্তিগত দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি এই জ্ঞানের আলোকে সমাজের অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করতে হবে। কারো যদি ঘর থেকে বের হয়ে প্রতিদিন দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব নাও হয়। তা হলে অন্তত ফোনে হলেও একটি সময় নির্দিষ্ট করে নেবেন দ্বীনি কাজের জন্য। আমরা অনেক সময় অজুহাত দেখাই ঘর সংসার কিংবা পেশাগত দায়িত্ব সামলে আমরা সময় পাই না। একটু ভেবে দেখুন- এক মাসে ৭২০ ঘন্টা সময় কিন্তু আমাদের জীবনে প্রতিমাসে ঠিকই আছে। কিন্তু আমার দ্বীনি মানসিকতার অভাবে আমরা আলাদা করে দ্বীনের কাজে সময় বের করতে পারি না। ঠিক আমার মতো অন্য আর একজন যে দ্বীনের পথে অনেক বেশী সময় দিচ্ছেন এমনকি সর্বোচ্চ কুরবানী দিয়ে জীবনও বিলিয়ে দিচ্ছেন তারও কিন্তু ঘর-সংসার, পেশাগত ব্যস্ততা, সংসারের সন্তানের জন্য ভালোবাসা সবই রয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি রাসূল (সা.) সাহাবীদের অনুসরণে- "নিশ্চয় আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" সূরা আন'আমের এই ১৬২নং আয়াতের উপর আমল করতে পেরেছেন।

www.nagorikpathagar.org

তা হলে ঠিক আমার মতোই একজন মানুষ যদি নিজের সময়, শ্রম, মেধা এমনকি প্রাণ প্রিয় জীবনকেও আল্লাহর রাহে পেশ করে তবেই জান্নাত কিনে নেন। তা হলে ঠিক সেই মানের কোন ত্যাগ কুরবানী ছাড়া সেই জান্নাতের লোভ করা আমাদের জন্য বোকার স্বর্গে বাস করার মতই ব্যাপার নয় কি? বিষয়টি নিরিবিলিতে নিজের বিবেকের সাথে একাকী বসে ভাবার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ রইলো।

রাসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" (বুখারী শরীফ-২৫৮৭/তিরমিযী শরীফ-১৬৫৪)

(১২) আত্মপর্যালোচনা ঃ মাকহুল শামী (র.) বলেন, "রাতে বিছানায় যাওয়ার পর সেদিনের কার্যাবলী সম্পর্কে হিসাব নিকাশ করা উত্তম। ভাল আমল হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর পাপ কাজ হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। তাওবা করবে। যদি কেউ এই হিসাব নিকাশ বা মুহাসাবা না করে তবে সে ঐ বেহিসাবী ব্যবসায়ীর মতো যে চিন্তা-ফিকির ছাড়া খরচ করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখে, সে ফকির হয়ে গেছে।" (তাম্বিহুল গাফেলীন-পৃ.২৯০)

তাই আমাদেরকে প্রতিদিন ভেবে দেখতে হবে ঃ

(ক) নিজকে একজন মুমিন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের ইলমী জিন্দেগির মান উন্নত করতে পেরেছি কিনা?

(খ) নিজের অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমলের মান উন্নত করেছি কি?

(গ) নবী রাসূলদের দেখানো পথ ধরে নিজের আত্মোন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ সংশোধনের চেষ্টায় দ্বীনের দাওয়াত ও অন্যান্য কাজগুলো করছি কি?

(ঘ) রাতে শোয়ার আগে আমি নিরিবিলিতে আল্লাহর উপস্থিতি নিজের সামনে উপলব্ধি করে এক এক করে সারা দিনের ২৪ ঘন্টার হিসাব মেলানোর চেষ্টা করেছি কি?

(ঙ) আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে আমি কি আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করতে পেরেছি আজ?

(চ) আমি কি গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যে বলা, অন্যের মনে কষ্ট দেয়া, অন্যের হক নষ্ট করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যে বান্দার হক নষ্টের কোন কাজ করেছি কি?

www.nagorikpathagar.org

(ছ) সবশেষে নিজের সারাদিনের নেক কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা মনে মনে। ভবিষ্যতে আরো বেশী বেশী নেক কাজের জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করা।

(জ) অন্যদিকে সারাদিনের খারাপ কাজগুলোর জন্য লজ্জিত হওয়া। আল্লাহর কাছে খালেসভাবে তাওবা করা।

এভাবে নিজকে আত্মসমালোচনার আয়নায় দেখে নিজেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

এছাড়া আরো দু'টি বিষয় আমরা প্রতি মাসে আমলের চেষ্টা করতে পারি।

(১৩) আল্লাহর পথে দান ঃ আল্লাহর পথে দ্বীনের কাজে জান, মাল, শ্রম দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

"যদি তোমরা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দান কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা তাগাবুন : ১৭)

যাতে কাল কেয়ামতে কঠিন হিসাবের দিনে আমাদেরকে এভাবে বলতে না হয়-

"হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তা হলে আমি দান করতাম ও নেক বান্দা হিসেবে ফিরে আসতে পারতাম।" (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

"দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী যারা আল্লাহকে শুভ ঋণ দিয়েছে। তাদেরকে (আল্লাহ) কয়েকগুন বৃদ্ধি করে দেবেন আর তাদের জন্য উত্তম বদলা রয়েছে।" (সূরা হাদীদ : ১৮)

পৃথিবীর কোন একটি অভিজাত এলাকায় প্লট কিংবা ফ্ল্যাট কিনতে হলে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করতে হয়। আবার একটি গ্রাম এলাকার অনুন্নত জায়গার জমি কিংবা প্লটের দাম হয় খুব সামান্য। ঠিক তেমনিভাবে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার একটি বাসস্থানের তুলনায় চিরস্থায়ী সীমাহীন নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে একটি বাড়ির দাম হবে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী। কিন্তু কতইনা অবাক করা ব্যাপার। আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে একটি বাড়ি কেনার জন্য বাজেট করি কোটি কোটি টাকা। আবার সেই আমিই চিরস্থায়ী আখেরাতে জান্নাতে বাড়ি কিনতে দান করি মাত্র কয়েকশ টাকা। বিষয়টি কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?

যে দানে কষ্টের অনুভূতি হয় না আল্লাহর কাছে সেই দান মূল্যহীন। জান্নাতে যখন একজন শহীদ নিজের জন্য একটি স্থান বরাদ্দ করে নেন আল্লাহর রাহে নিজের জীবনের সর্বোচ্চ কুরবানী দিয়ে তখন সেই জান্নাতেই আমরা একটি বাড়ি কেনার বুকিং দিই আল্লাহর পথে মাত্র ১০/২০টি টাকা দান করে। ব্যাপারটি হাস্যকর নয় কি?

www.nagorikpathagar.org

(১৪) নফল ইবাদত ঃ ফরয ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য গোপনে নফল দান, নফল ইবাদত, নফল রোযা, নফল নামাযের অভ্যাস করতে হবে। এভাবে চেষ্টা করতে হবে দিনের পর দিন নিজের আমল বাড়ানোর জন্য ইবাদতের পরিমাণ বাড়াতে।

ব্যক্তিগত হিসাব রাখার গুরুত্ব ঃ ইসলাম শুধুমাত্র নামায, রোযা হজ্জ কিংবা যাকাতের মত নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েমই এর মূল লক্ষ্য। মূলত এই কাজের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খলিফা প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

যে সমাজে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমনি কায়েম থাকবে তেমনি এই সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী– সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ প্রভৃতি সকল স্তরে কুরআনের বিধানের প্রতিফলন হবে।

যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি গড়েছিলেন প্রথম রাসূল (সা.) নিজেই। আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই আলোকিত সমাজের প্রথম নমুনা। ঈমানী জযবা, ইলমী পূর্ণতা, আদল, ইহসান, তাকওয়া, ত্যাগ-কুরবানীর এক অনন্য নজির ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের ঈমানী দৃঢ়তা ও অনুপম চরিত্রের প্রভাবে আলোড়িত হয়েছিল সেই জাহেলপূর্ণ সমাজের মানুষই নয় বরং শক্তিশালী রোম, পারস্য সাম্রাজ্য ও সাহাবায়ে কেরামের সেই নৈতিক চরিত্রের একাধিক বর্ণনা আজো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকেই সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনের চাওয়া পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে পেরেছিলেন। তাইতো দুনিয়াতে বসেই তাদের অনেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

সর্বোপরি রাসূল (সা.) সেই জাহেলপূর্ণ সমাজে পাপের স্রোতধারার মধ্যে দাঁড়িয়েও যে একদল উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন সোনার মানুষ গড়ে তুলেছিলেন তাদের মাধ্যমে ইসলাম অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

আজো যদি আমরা রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এক সমাজ গড়ে তুলতে চাই তা হলে আমাদের ব্যক্তি চরিত্রকে সেই সাহাবায়ে কেরামের মানে উন্নীত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নিজকে একজন মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে যে ঈমান, ইলম ও আমলী যোগ্যতার প্রয়োজন সেই মানে নিজকে গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগত হিসাব রাখার এই পদ্ধতি আমাদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। যে কোন কাজের সাফল্য নির্ভর করে সেই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও যোগ্যতার উপর। তাই আমরা আমাদের এই দিকগুলোকে যতটা উন্নত করার চেষ্টা করবো আমাদেরকে দিয়ে ইসলাম ততই সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে।

তাছাড়াও আমরা এই যে ব্যক্তিগত কাজের হিসাব রাখবো তা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কোন ব্যক্তিকে দেখানো বা খুশী করার জন্য নয়। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি আমরা যখন পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে তৈরি করতে পারবো তখন আমাদের মাঝে আত্মযাচাই ও আত্মোন্নয়নের সত্যিকার অভ্যাস গড়ে উঠবে ধীরে ধীরে। তখন আমরা নিজেই বুঝতে পারবো আমার বিগত দিনটির চাইতে আজকে এবং আজকের চাইতে আগত দিনটিতে কি আমি আমার ঈমান, ইলম ও আমলী যোগ্যতার মান খানিকটা হলেও বাড়াতে পেরেছি কিনা।

পৃথিবীর প্রচলিত আদর্শগুলোর মাঝে ইসলামই একমাত্র আদর্শ যা ব্যক্তির চরিত্রের সার্বিক পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধি দাবি করে। তাই তো ব্যক্তি যাতে ক্ষুদ্রতম অনৈতিক কাজেরও চিন্তা করতে না পারে সেজন্য সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেন– "সে দিন যে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করেছে সে তা দেখে নেবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে সেও তা দেখে নেবে।" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

ইসলাম ব্যক্তিকে এমন একটি নিখাদ ইটে পরিণত করতে চায় যে ইটের মজবুতির উপরই স্থান পাবে দারুল ইসলামের আকাশ ছোঁয়া ইমারত। কিন্তু এই ইট যদি নির্ভেজাল না হয় তবে বিল্ডিং যেমনি খুব সহজে ভেঙ্গে পড়বে ঠিক তেমনি ব্যর্থ হবে একজন মুসলমান হিসেবে আমার দাওয়াত, প্রচারণা সমস্ত কাজই। তাই দারুল ইসলামের ইমারতকে আমরা আকাশ ছোঁয়া অবস্থানে দেখতে চাই না তা মাটির সাথে লেগে থাকা একতলা ভবনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নির্ভর করতে আমরা যারা ইসলামের অনুসারী তাদের উপরই।

মূলত এই ব্যক্তিগত হিসাব রাখার মাধ্যমে আমাদের যে উপকার হয় তা হল–

(১) সম্পূর্ণ আল্লাহকে হাজির জেনে এই রিপোর্ট লিখা হয় বলে ব্যক্তির মাঝে আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.org

(২) ব্যক্তিগত হিসাব নেবার এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমনি নিজকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পাই। আবার অন্যদিকে তেমনি সমাজ সংশোধনেরও সুযোগ পাই।

(৩) ব্যক্তিগত জীবনের দুনিয়াবী ব্যস্ততায় আমরা এতটাই নিজকে ডুবিয়ে রেখেছি যে, প্রতিদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে খুব কমই আমরা আখেরাতের স্মরণ করি মনে মনে। তাই এক্ষেত্রে এই প্রতিদিনকার হিসাব রাখার পদ্ধতি আমাদের পরকালের নেক আমলের সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি।

(৪) সর্বোপরি নিজের প্রতিদিনকার হিসাব রাখার মাধ্যমে আমাদের মাঝে কাল কেয়ামতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার মনোভাব তৈরি হয়।

রাসূল (সা.) কিংবা তাঁর সাহাবীরা কি এভাবে হিসাব রাখতেন?

অনেকে প্রশ্ন করেন রাসূল (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম কি এভাবে ব্যক্তিগত আমলের হিসাব লিখে রাখতেন? এর জবাব হল–

প্রথমত ঃ তখনকার সময়ে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা ছিলো হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। তাছাড়া লেখার উপকরণ ছিলো এত কম যে পবিত্র কুরআন লেখক যায়িদ বিন সাবিত (রা.) বলেছেন– "আমরা রাসূল (সা.) এর কাছে বসে চামড়ার টুকরায় কুরআন শরীফ লিখে নিতাম।" (মুসতাদরাক-ইতকান)

এছাড়াও মসৃণ পাথরের টুকরোয়, গাছের পাতায় কিংবা বাকলে কুরআন লেখা হত। তাই এ ধরনের পদ্ধতি সেই যুগের জন্য বাস্তবসম্মত ছিলো না।

দ্বিতীয়ত ঃ রাসূল (সা.) ছিলেন আল্লাহর সরাসরি ওহী দ্বারা পরিচালিত। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও ছিলেন সেই ওহীর যুগেরই মানুষ। যাদের প্রতিটি কার্যকলাপ প্রয়োজন মতো ওহীর দ্বারা বিচার করা হত। তাদের জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপ কেন্দ্র করে সরাসরি আয়াত নাযিল হত। আবার তাঁরা নিজেরাও জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন আল্লাহর পাঠানো প্রতিটি নির্দেশ সাথে সাথে মেনে চলতে। যেমন- আল কুরআনে যখন মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল হয় তখন মদীনার রাস্তায় রাস্তায় মদের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এভাবে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন আল কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার জন্য। তাই আলাদা করে নিজেদের ব্যক্তিগত আমলের হিসাব নেবার প্রয়োজন তাদের ছিলো না। আবার তাবুক যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবীর বিরত থাকার ঘটনায় সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.org

আয়াত নাযিল হয়েছিল। এভাবে ওহীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাহাবীদের ব্যক্তিগত ইবাদতের ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ার অবকাশই ছিলো না।

তৃতীয়ত ঃ সাহাবায়ে কেরামদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রাসূল (সা.) নিজেই। যার কারণে তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয় রাসূল (সা.) এর কাছে জানা ছিলো। তাঁরা রাসূল (সা.) এর প্রতিটি কথাই নিঃশর্ত আনুগত্য করতেন। রাসূলের সাথে এক সাথে মসজিদে নামায, জিহাদ প্রভৃতিতে অংশ নিতেন। এমনকি জামাআতে নামাযে অংশগ্রহণ না করতে চাইলে সেটাও রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে অনুমতি নিতেন (উম্মে মাকতুম এর ঘটনা)।

তাই রাসূলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁদের জীবনে কুরআন ও হাদীসের বাস্তব প্রতিফলন ছিলো। সেজন্য আলাদা করে কোন ইবাদতের হিসাব নেবার প্রয়োজন তাদের হত না। সবচেয়ে বড় কথা রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআন নাযিলের সাথে সাথে সাহাবীরা তা মুখস্থ করে নিতেন এবং আমল করতেন। রাসূলের মুখ থেকে হাদীস জানার জন্য আসহাবে সুফফার একটি দল তার সাথে মসজিদেই অবস্থান করতেন।

চতুর্থত ঃ সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয় কাজ কর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আখেরাতের সফলতা। তাদের সারাদিনের চেষ্টা প্রচেষ্টা সব কিছুই ছিলো আখেরাত কেন্দ্রিক। তাই ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহর রাহে জিহাদে প্রাণ কুরবান করতে তাদের হৃদয় কাঁপতো না। জিহাদের ময়দানে স্বামী সন্তান সবাইকে একে একে শহীদ হতে দেখেও একজন নারী ব্যথিত হতেন না। আল্লাহর রাহে নিজের সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিতে সাহাবীরা দ্বিধা করতেন না।

কিন্তু আমাদের আজকের যুগের মানুষরা ৮০% কাজই করি দুনিয়ার সফলতার জন্য। তাই আমরা দুনিয়া অর্জনের পেছনে সময় দিতে গিয়ে আখেরাতের সঞ্চয় হিসেবে এসব ইবাদতগুলো নিয়মিত করতে ভুলে যাই। সেজন্যই এই হিসাব রাখার পদ্ধতি আমাদের জন্য যুগোপযোগী।

এটা কি বিদআত?

রাসূল (সা.) বলেছেন, "সর্বোত্তম বাণী হল, আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম পথ হল রাসূল (সা.) এর প্রদর্শিত পথ। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হল (দ্বীনদারী বা আমল ইবাদতের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবিত কাজসমূহ। আর সকল বিদআত বা নতুন উদ্ভাবিত কাজই হল, ভ্রান্ত।" (মুসলিম শরীফ- ১৮৮৩/বুখারী শরীফ-৪৬১৯)

www.nagorikpathagar.org

অতএব, আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন মাজীদ ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর ভিত্তি ছাড়া কোন কাজই আমল বা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না। কেউ যদি স্বকল্পনায় কোন ইবাদত করে কিংবা নিজের পক্ষ থেকে কোন আমল আবিষ্কার করে তা শরীয়তসম্মত হবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন- "যে ব্যক্তি আমাদের আমল- ইবাদত ছাড়া অন্য কোন আমল-ইবাদত আবিষ্কার করল তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়।" (আবু দাউদ হাদীস নং-৪৬০৬)

দ্বীনি আমল বা ইবাদত হলো তাই যা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক সুনির্ধারিত। যেমন আযানের জন্য বাক্যগুলো। কেউ ইচ্ছে করলে এর আগে বা মধ্যে কিংবা পরে সওয়াব মনে করে কোন নতুন কিছু আমল করতে পারবে না। করলে তা হবে বিদআত। কিন্তু আযানের ঐ বাক্যগুলো দূরে ও বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মাইকের মাধ্যমে আযান দেয়া হলে এতে আযানের শুরুতে বা মধ্যে কিংবা পরে নতুন কোন কিছু আমল করা হয় না। বরং আযানটি দূরে এবং বেশী মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য মাইক ব্যবহার যুগোপযোগী একটি উত্তমপন্থা মাত্র। অনুরূপভাবে মাইকের মাধ্যমে নামায পড়ানো হলেও নামাযের তাকবীর তাহরীমা থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত এতে নতুন কোন আমল বাড়ানো বা কমানো হয় না। বরং জামাআতের সব মানুষের ইমামের তাকবীর, সূরা-কিরাআত এবং সালাম শোনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করা মাত্র। তবে মাইকের ওপর নির্ভর করে মুকাব্বির বাদ দেয়া হলে তা হবে বিদআত। কারণ নামাযের জামাআত বড় হলে তাতে মুকাব্বির নিয়োগ করা সুন্নাত। (এক নজরে ইবাদতের নামে শিরক ও বিদআত/ আবুল কালাম আযাদ)

রাসূল (সা.) বলেছেন– "তোমরা কালোজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।" (তিরমিযী শরীফ-২০৪৮)

কিন্তু আজকের যুগে কোন অসুস্থতা দেখা দিলে আমরা এই সব চিকিৎসার উপর যতটা না আস্থা রাখি তার চেয়ে অনেক বেশী আস্থা নিয়ে ছুটে যাই দেশ বিদেশের সর্বাধুনিক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে। তখন কিন্তু আমরা রাসূলের (সা.) বাতলে দেয়া পদ্ধতির উপর আস্থা রেখে বসে থাকি না। তা হলে আজকে আমি আমার দুর্বল আমলের চিকিৎসায় কেন আধুনিক একটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাব রাখার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবো না? আর তাছাড়া

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত হিসাব রাখার জন্য নির্ধারিত ইবাদতের প্রতিটি বিষয়ই তো কুরআন ও হাদীসের দলিল থেকে প্রমাণিত।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করবে, সে নিজের এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সকলের সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজের প্রচলন করবে, সে নিজের এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা সে অনুযায়ী কাজ করবে, তাদের সকলের গুনাহের বোঝা বহন করবে। আর এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোন অংশ কমানো হবে না।" (মুসলিম শরীফ-৬৬১৪/তিরমিযী/নাসাঈ/মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)

এই প্রতিদিনকার হিসাব রাখার পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে সেই উত্তম পদ্ধতি বলেই গণ্য হবে।

আবার দেখুন, অনেক সময় বাচ্চার লেখাপড়া নিয়মিত হওয়ার জন্য আমরা একটি রুটিন ফলো করি। ডায়েট করতে কিংবা ঔষধ খেতেও অনেকে একটি রুটিন মেনে চলেন। এগুলো কি আমরা বিদআত মনে করি? সেরকমই আমি মনে করি আমাদের এই হিসাব রাখার পদ্ধতি আধুনিক যুগে জীবনকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলতে এক সুশৃঙ্খল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

এটা কি রিয়া বা লোক দেখানো কাজের অন্তর্ভুক্ত?

ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখার পরিকল্পনা করা হয় আমার আমলী জিন্দেগিকে উন্নত করার জন্য। যাতে দু'জন ফেরেশতা যে রকম আমার দুই কাঁধে হিসাব রাখছেন। আমিও বুঝতে পারি কি আমল আমি করছি। এই কাজে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ই প্রধান। তাই কিছুতেই এটা রিয়া নয়? আর রাসূলের হাদীস থেকে আমরা অনেক অনেক সাহাবীর দান, ত্যাগ, কুরবানী বিভিন্ন কিছুর ঘটনা জানতে পারি। তাহলে উনারা কি এগুলো প্রকাশ করে রিয়া করেছেন? তাবুকের যুদ্ধে দানের পরিমাণ রাসূল (সা.) সবার কাছ থেকে প্রকাশ্যে জেনে ছিলেন। তবে তিনি কি বুঝেননি এটা রিয়া হচ্ছে।

আমরা যখন এই ব্যক্তিগত হিসাবটি রাখবো তখন আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি থেকেই রাখবো। এখানে রিয়া বা এ ধরনের খারাপ চিন্তাই আমাদের নিয়তে থাকবে না ইনশাআল্লাহ। যার নিয়তে রিয়া থাকবে তার কষ্ট করে এই আমলগুলো করারও কোন প্রয়োজন হবে না। তিনি তো না করেই মিথ্যে লিখে

www.nagorikpathagar.org

দিতে পারেন। আর যিনি এ কাজটি করবেন সেটা নিজের সাথে ধোঁকাবাজি করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর এখানে তো ইবাদতের বাহ্যিক কিছু দিকই শুধুমাত্র এসেছে। কিন্তু এই ইবাদতের অভ্যন্তরীণ দিক যেমন পূর্ণ মনোযোগ, আন্তরিকতা এ ধরনের অনেক বিষয় রয়েছে যা প্রকাশ করা হচ্ছে না। এগুলো তো একান্তভাবে আল্লাহর সাথেই জমা থাকছে।

সূরা মায়েদার ২নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- "তোমরা নেকী ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। কিন্তু গুনাহ ও সীমালংঘন কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না।"

আবার সূরা বাকারার ১৪৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।"

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে নেক কাজে প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। আমার অন্য ভাই-বোন কি নেক কাজ করছে তা জানাই যদি সম্ভব না হয় তা হলে প্রতিযোগিতা আমরা কি করে করবো?

মহান আল্লাহ আমাদের নেক উদ্দেশ্যকে কবুল করে নিন, আমীন ॥

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

ইবনে হাজার আসকালানী (র.)

এই বইতে ইবনে হাজার আসকালানীর (র.) বেশ কিছু রেফারেন্স (আল মুনাব্বিহাত) ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকের জানার সুবিধার জন্য ইবনে হাজার আসকালানীর (র.) কিছুটা পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

অসাধারণ এক জগৎ বরেণ্য আলেম। মারজা আল-উলামা উপাধিতে ভূষিত আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ যিনি ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নামে সুপরিচিতি।

তিনি ইলমে হাদীসের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র প্রণেতা। যা প্রণয়নে তাঁর সময় ব্যয় হয়েছিল ৩০ বছর। একাধারে তিনি ছিলেন হাফেয, মুহাদ্দিস, মুফতি এবং কায়রোর প্রধান বিচারপতি। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

নাম ও পরিচয়

তাঁর আসল নাম আহমাদ। বিভিন্ন তথ্যে প্রাপ্ত নাম হল, আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল ফজল। মারজা আল-উলামা, শিহাবুদ্দীন, হাফেয হল, তাঁর উপাধি। মূলত তিউনিসিয়ার অন্তর্গত কাবেস এলাকার অধিবাসী ছিল তাঁর পরিবার। পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনের অন্তর্গত আসকালান নামক স্থানে তারা বসতি গড়েন। আসকালানের অধিবাসী ছিল বলে তাকে আসক্বালানী বলা হয়।

জন্ম ও শৈশব

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নুরুদ্দিন আলী (র.) ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ এবং কবি। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতা উভয়কেই হারান। তাঁর মামার তত্ত্বাবধানে তিনি কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। প্রখর মেধার অধিকারী ইবনে হাজার আসকালানী (র.) শৈশবে অল্প দিনের মধ্যে কুরআনসহ বেশ কিছু গ্রন্থ মুখস্থ করেন।

কর্মজীবন

তিনি কায়রোর আমর ইবনে আস এবং আল আযহার মসজিদের খতিব ছিলেন। খতিব থাকাকালীন সময়ে তিনি এক হাজারেরও বেশি খুতবা প্রদান করেন। এ জগৎ বরেণ্য আলেম ১৫০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ৩০ বছরের পরিশ্রমে বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' ১২ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। ৮২৭ হিজরি সন থেকে তিনি ২১ বছর কায়রোর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মৃত্যু

এ মহা মনীষী ৮ যিলহজ্জ ৮৫২ হিজরি মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৪৮ মতান্তরে ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীকে (র.) জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর রূহানি ফয়েয এবং বরকত মুসলিম উম্মাহকে দান করুন। আমিন॥